ত্রয়োত্রিংশতি অধ্যায়

কপিলদেবের কার্যকলাপ

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

এবং নিশম্য কপিলস্য বচো জনিত্রী
সা কর্দমস্য দয়িতা কিল দেবহূতিঃ ।
বিস্রস্তমোহপটলা তমভিপ্রণম্য
তুষ্টাব তত্ত্ববিষয়াঙ্কিতসিদ্ধিভূমিম্ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **কপিলস্য**—ভগবান কপিলের; **বচঃ**—বাণী; **জনিত্রী**—জননী; **সা**—তিনি; **কর্দমস্য**—কর্দম মুনির; **দয়িতা**—প্রিয় পত্নী; **কিল**—নামক; **দেবহূতিঃ**—দেবহূতি; **বিস্রস্ত**—মুক্ত হয়ে; **মোহ-পটলা**—মোহের আবরণ; **তম্**—তাঁকে; **অভিপ্রণম্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **তুষ্টাব**—বন্দনা করেছিলেন; **তত্ত্ব**—মূল তত্ত্ব; **বিষয়**—সম্বন্ধে; **অঙ্কিত**—প্রবর্তক; **সিদ্ধি**—মুক্তির; **ভূমিম্**—পটভূমি।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—এইভাবে ভগবান কপিলদেবের মাতা এবং কর্দম মুনির পত্নী দেবহূতি ভগবদ্ভক্তি এবং দিব্য জ্ঞান সম্পর্কিত সমস্ত অবিদ্যা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। মুক্তির পটভূমি-স্বরূপ সাংখ্য দর্শনের প্রবর্তক ভগবান কপিলদেবকে তিনি নিম্ন লিখিত স্তুতির দ্বারা প্রসন্ন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান কপিলদেব তাঁর মাতার সমক্ষে যে-দর্শন প্রতিপাদন করেছিলেন, তা পারমার্থিক স্তরে স্থিত হওয়ার পটভূমি। এই দর্শনের বিশেষ মাহাত্ম্য এখানে *সিদ্ধিভূমিম্* শব্দটির দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে মুক্তির পটভূমি। জড়া

প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, যে-সমস্ত মানুষ এই জড় জগতে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে, তারা ভগবান কপিলদেবের প্রবর্তিত সাংখ্য দর্শন হৃদয়ঙ্গম করে অনায়াসে ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। জড় জগতে অবস্থিত হলেও, এই দর্শনের দ্বারা মানুষ তৎক্ষণাৎ মুক্ত হতে পারে। সেই অবস্থাকে বলা হয় *জীবন্মুক্তি* । অর্থাৎ এই জড় দেহে থাকা সত্ত্বেও তিনি মুক্ত। ভগবান কপিলদেবের মাতা দেবহূতির তা হয়েছিল, সাংখ্য দর্শনের মূল তত্ত্ব যিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন, তিনি এই জড় জগতে থাকলেও, ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হয়েছেন এবং পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় বা মুক্ত হয়েছেন।

শ্লোক ২

দেবহূতিরুবাচ
অথাপ্যজোঽন্তঃসলিলে শয়ানং
ভূতেন্দ্রিয়ার্থাত্মময়ং বপুস্তে ।
গুণপ্রবাহং সদশেষবীজং
দধ্যৌ স্বয়ং যজ্জঠরাব্জজাতঃ ॥ ২ ॥

দেবহূতিঃ উবাচ—দেবহূতি বললেন; **অথ অপি**—অধিকন্তু; **অজঃ**—ভগবান ব্রহ্মা; **অন্তঃ-সলিলে**—জলে; **শয়ানম্**—শায়িত; **ভূত**—জড় তত্ত্ব; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **অর্থ**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ; **আত্ম**—মন; **ময়ম্**—ব্যাপ্ত; **বপুঃ**—শরীর; **তে**—আপনার; **গুণ-প্রবাহম্**—জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রবাহের উৎস; **সৎ**—প্রকাশিত; **অশেষ**—সকলের; **বীজম্**—বীজ; **দধ্যৌ**—ধ্যান করেছেন; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **যৎ**—যাঁর; **জঠর**—উদর থেকে; **অব্জ**—পদ্ম থেকে; **জাতঃ**—উৎপন্ন।

অনুবাদ

দেবহূতি বললেন—ব্রহ্মাণ্ডের তলদেশে সমুদ্রে শায়িত আপনার নাভিকমল থেকে উদ্ভূত হয়েছেন বলে, ব্রহ্মাকে অজ বলা হয়। আপনার শরীর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎস, কিন্তু ব্রহ্মাও কেবল আপনারই ধ্যান করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাও অজ নামে পরিচিত, অর্থাৎ 'যাঁর জন্ম হয় না'। যখনই আমরা কারও জন্মের কথা চিন্তা করি, তখন অবশ্যই একজন জড় পিতা এবং মাতা থাকে, কারণ

এইভাবেই মানুষের জন্ম হয়। কিন্তু ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব হওয়ার ফলে, তিনি সরাসরিভাবে ব্রহ্মাণ্ডের তলদেশে সমুদ্রে শায়িত গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু নামক পরমেশ্বর ভগবানের শরীর থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দেবহূতি ভগবানকে বলতে চেয়েছিলেন যে, যখন ব্রহ্মা তাঁকে দর্শন করতে চান, তখন ব্রহ্মাকেও তাঁর ধ্যান করতে হয়। তিনি বলেছিলেন, "আপনি সমস্ত সৃষ্টির বীজ-স্বরূপ। যদিও ব্রহ্মা সরাসরিভাবে আপনার থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন, তবুও আপনার দর্শনের জন্য তাঁকেও বহু বছর ধরে ধ্যান করতে হয়, এবং তা সত্ত্বেও তিনি সরাসরিভাবে, প্রত্যক্ষভাবে, আপনাকে দর্শন করতে পারেন না। আপনার শরীর ব্রহ্মাণ্ডের তলদেশে বিপুল জলরাশিতে শায়িত, এবং তাই আপনি গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু নামে পরিচিত।"

এই শ্লোকে ভগবানের বিরাট শরীরেরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই শরীর জড়াতীত চিন্ময়। যেহেতু জড় সৃষ্টি তাঁর শরীর থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তাই তাঁর শরীর সৃষ্টির পূর্বেও বিদ্যমান ছিল। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চিন্ময় শরীর কোন জড় উপাদানের দ্বারা নির্মিত নয়। শ্রীবিষ্ণুর শরীর হচ্ছে অন্য সমস্ত জীবের এবং ভগবানের শক্তি জড়া প্রকৃতির উৎস। দেবহূতি বলেছিলেন, "আপনি জড় জগতের এবং সমস্ত সৃষ্ট শক্তির পটভূমি; তাই সাংখ্য দর্শন বিশ্লেষণ করে আপনি যে আমাকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করেছেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু আপনি যে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন তা অবশ্যই আশ্চর্যজনক, কারণ আপনি যদিও সমস্ত সৃষ্টির উৎস, তা সত্ত্বেও অত্যন্ত কৃপাপূর্বক আপনি আমার সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। সেইটি সব চাইতে আশ্চর্যজনক। আপনার শরীর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎস, এবং তা সত্ত্বেও আপনি আমার মতো একজন সাধারণ স্ত্রীর গর্ভে আপনার দেহ স্থাপন করেন। আমার কাছে তা সব চাইতে বিস্ময়জনক।"

শ্লোক ৩

স এব বিশ্বস্য ভবান্ বিধত্তে
গুণপ্রবাহেণ বিভক্তবীর্যঃ ।
সর্গাদ্যনীহোঽবিতথাভিসন্ধি-
রাত্মেশ্বরোঽতর্ক্যসহস্রশক্তিঃ ॥ ৩ ॥

সঃ—সেই ব্যক্তি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বিশ্বস্য**—ব্রহ্মাণ্ডের; **ভবান্**—আপনি; **বিধত্তে**—করেন; **গুণ-প্রবাহেণ**—গুণের পারস্পরিক ক্রিয়ার দ্বারা; **বিভক্ত**—বিভক্ত; **বীর্যঃ**—আপনার শক্তি; **সর্গ-আদি**—সৃষ্টি ইত্যাদি; **অনীহঃ**—নিষ্ক্রিয়; **অবিতথ**—সার্থক; **অভিসন্ধিঃ**—আপনার দৃঢ় সঙ্কল্প; **আত্ম-ঈশ্বরঃ**—সমস্ত জীবের ঈশ্বর; **অতর্ক্য**—অচিন্ত্য; **সহস্র**—হাজার হাজার; **শক্তিঃ**—শক্তি-সমন্বিত।

অনুবাদ

হে ভগবান! যদিও আপনার করণীয় কিছু নেই, তবুও আপনি আপনার শক্তিকে জড়া প্রকৃতির গুণের পারস্পরিক ক্রিয়ায় বিভক্ত করেছেন, যার ফলে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্পাদিত হয়। হে ভগবান! আপনি সত্য-সঙ্কল্প এবং সমস্ত জীবের পরমেশ্বর। তাদের জন্য আপনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন, এবং যদিও আপনি এক, আপনার বিবিধ শক্তি নানাভাবে কার্য করতে পারে। সেইটি আমাদের কাছে অচিন্ত্য।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে দেবহূতি বলেছেন যে, যদিও পরমতত্ত্বের নিজের জন্য করণীয় কিছুই নেই, তা সত্ত্বেও তাঁর বিবিধ শক্তি রয়েছে। সেই কথা উপনিষদেও প্রতিপন্ন হয়েছে। তাঁর থেকে বড় কেউ নেই অথবা তাঁর সমান কেউ নেই, এবং সব কিছুই তাঁরই শক্তির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত হয়, যেন প্রকৃতির দ্বারা হচ্ছে। তাই, এখানে বোঝা যায় যে, যদিও জড়া প্রকৃতির গুণগুলি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব আদি বিভিন্ন প্রকাশের উপর অর্পণ করা হয়েছে, এবং তাঁদের প্রত্যেককে বিভিন্ন প্রকার শক্তি প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু এই ধরনের সমস্ত কার্যকলাপ থেকে পরমেশ্বর ভগবান সম্পূর্ণরূপে পৃথক থাকেন। দেবহূতি বলেছেন, "যদিও আপনি স্বয়ং কিছু করেন না, তবুও আপনার সঙ্কল্প পরম। আপনার ইচ্ছা পূর্তির জন্য আপনি ছাড়া অন্য আর কারোর সহায়তার প্রয়োজন আপনার হয় না। চরমে আপনি হচ্ছেন পরম আত্মা এবং পরম ঈশ্বর। তাই, আপনার ইচ্ছা অন্য কারোর দ্বারা প্রতিহত হতে পারে না।" পরমেশ্বর ভগবান অন্যদের পরিকল্পনা প্রতিহত করতে পারেন। যেমন বলা হয়, "মানুষ আবেদন করে এবং ভগবান অনুমোদন করেন।" কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান যখন আবেদন করেন, তখন তাঁর সেই বাসনা অন্য কারোর নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। তিনি পরম। চরমে আমরা সকলেই আমাদের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তাঁর উপর নির্ভরশীল, কিন্তু আমরা বলতে পারি না যে, ভগবানের বাসনাও অন্যের উপর নির্ভরশীল। সেইটি তাঁর অচিন্ত্য শক্তি। সাধারণ জীবের

কাছে যা অচিন্ত্য বলে মনে হয়, তিনি তা অনায়াসে করতে পারেন। কিন্তু অসীম হওয়া সত্ত্বেও, *বেদের* মতো প্রামাণিক শাস্ত্রের দ্বারা তিনি নিজেকে জানাবার ব্যবস্থা করেছেন। সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *শব্দমূলত্বাৎ*—*শব্দব্রহ্ম* বা বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমে তাঁকে জানা যায়।

এই সৃষ্টি কেন করা হয়েছে? যেহেতু তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরমেশ্বর ভগবান, তাই যে-সমস্ত জীব জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে চায় বা জড়া প্রকৃতিকে উপভোগ করতে চায়, তাদের জন্য তিনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন। পরমেশ্বর ভগবানরূপে, তিনি তাদের বিভিন্ন বাসনা চরিতার্থ করার আয়োজন করেন। *বেদেও* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, *একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্*—সেই একই পরম ঈশ্বর সমস্ত জীবের প্রয়োজনগুলি সরবরাহ করেন। বিভিন্ন প্রকার জীবের চাওয়ার অন্ত নেই, এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ভগবান একলা তাদের পালন করেন এবং তাঁর অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা তাদের সমস্ত প্রয়োজন সরবরাহ করেন।

শ্লোক ৪

স ত্বং ভৃতো মে জঠরেণ নাথ
কথং নু যস্যোদর এতদাসীৎ ।
বিশ্বং যুগান্তে বটপত্র একঃ
শেতে স্ম মায়াশিশুরঙ্ঘ্রিপানঃ ॥ ৪ ॥

সঃ—সেই পুরুষ; **ত্বম্**—আপনি; **ভৃতঃ**—জন্মগ্রহণ করেছেন; **মে জঠরেণ**—আমার উদর থেকে; **নাথ**—হে প্রভু; **কথম্**—কিভাবে; **নু**—তা হলে; **যস্য**—যাঁর; **উদরে**—উদরে; **এতৎ**—এই; **আসীৎ**—আশ্রিত ছিল; **বিশ্বম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **যুগ-অন্তে**—কল্পান্তে; **বট-পত্রে**—একটি বটগাছের পাতায়; **একঃ**—একাকী; **শেতে স্ম**—আপনি শায়িত ছিলেন; **মায়া**—অচিন্ত্য শক্তি-সমন্বিত; **শিশুঃ**—একটি শিশু; **অঙ্ঘ্রি**—আপনার পায়ের আঙ্গুল; **পানঃ**—চুষতে চুষতে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানরূপে আপনি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। হে প্রভু! যাঁর উদরে সমগ্র বিশ্ব অবস্থান করে, সেই পরমেশ্বরের পক্ষে কিভাবে তা সম্ভব? তার উত্তর হচ্ছে এই যে, তা সম্ভব কারণ কল্পান্তে আপনি একটি শিশুরূপ ধারণ করে আপনার পায়ের অঙ্গুলি চুষতে চুষতে একলা একটি বটপাতায় শয়ন করেন।

তাৎপর্য

প্রলয়ের সময় ভগবান কখনও কখনও একটি শিশুরূপে একটি বটপাতায় শয়ন করে প্রলয়-বারিতে ভাসতে থাকেন। তাই দেবহূতি বলেছেন, "আমার মতো একজন সাধারণ নারীর গর্ভে আপনার শয়ন করা ততটা আশ্চর্যজনক নয়। আপনি একটি শিশুরূপে একটি বটপাতায় শয়ন করে প্রলয়-বারিতে ভাসতে পারেন। তাই, আপনি যে আমার উদরে শয়ন করতে পারেন, তা ততটা আশ্চর্যজনক নয়। আপনি শিক্ষা দেন যে, যারা এই জগতে শিশুদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, এবং তাই সন্তান লাভ করে পারিবারিক জীবনের সুখ উপভোগ করার জন্য বিবাহ করেন, তাঁরাও পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁদের সন্তানরূপে প্রাপ্ত হতে পারেন, এবং সব চাইতে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ভগবান একটি শিশুর মতো তাঁর পদাঙ্গুষ্ঠ চোষেন।"

যেহেতু সমস্ত মহর্ষি এবং ভক্তেরা তাঁদের সমস্ত শক্তি ও কার্যের ফল পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় নিয়োগ করেন, তাই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিশ্চয়ই কোন চিন্ময় আনন্দ রয়েছে। তাঁর ভক্তেরা সর্বদা যে অমৃত আস্বাদনের বাসনা করে, তার স্বাদ কেমন তা জানবার জন্য ভগবান তাঁর পদাঙ্গুষ্ঠ চোষেন। কখনও কখনও পরমেশ্বর ভগবানও ভাবেন যে, তাঁর মধ্যে কি পরিমাণ চিন্ময় আনন্দ রয়েছে, এবং তাঁর নিজের সেই মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য তিনি কখনও কখনও আস্বাদকের ভূমিকা অবলম্বন করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, কিন্তু তাঁর সর্ব শ্রেষ্ঠ ভক্ত শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর যে চিন্ময় মাধুর্য আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য তিনি ভক্তরূপে আবির্ভূত হন।

শ্লোক ৫

ত্বং দেহতন্ত্রঃ প্রশমায় পাপ্মনাং
নিদেশভাজাং চ বিভো বিভূতয়ে ।
যথাবতারাস্তব সূকরাদয়-
স্তথায়মপ্যাত্মপথোপলব্ধয়ে ॥ ৫ ॥

ত্বম্—আপনি; **দেহ**—এই শরীর; **তন্ত্রঃ**—ধারণ করছেন; **প্রশমায়**—উপশমের জন্য; **পাপ্মনাম্**—পাপ কর্মের; **নিদেশ-ভাজাম্**—ভক্তির উপদেশের; **চ**—ও; **বিভো**—হে প্রভু; **বিভূতয়ে**—বিস্তারের জন্য; **যথা**—যেমন; **অবতারাঃ**—অবতারসমূহ;

তব—আপনার; **সূকর-আদয়ঃ**—বরাহ এবং অন্যান্য রূপ; **তথা**—তেমন; **অয়ম্**—কপিলদেবরূপী এই অবতার; **অপি**—নিশ্চয়ই; **আত্ম-পথ**—আত্ম-উপলব্ধির পন্থা; **উপলব্ধয়ে**—প্রদর্শন করার জন্য।

অনুবাদ

হে ভগবান! পতিতদের পাপকর্মের প্রশমনের জন্য এবং তাদের ভক্তি ও মুক্তির জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য, আপনি এই শরীর ধারণ করেছেন। যেহেতু এই সমস্ত পাপাত্মারা আপনার নির্দেশের উপর নির্ভরশীল, তাই আপনি স্বেচ্ছায় বরাহ আদি রূপ নিয়ে অবতরণ করেন। তেমনই, আপনার আশ্রিতদের দিব্য জ্ঞান বিতরণ করার জন্য আপনি প্রকট হয়েছেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে পরমেশ্বর ভগবানের সাধারণ দিব্য গুণাবলীর বর্ণনা করা হয়েছে। এখন ভগবানের আবির্ভাবের বিশেষ উদ্দেশ্যও বর্ণনা করা হচ্ছে। তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা, জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার প্রবণতার প্রভাবে যারা বদ্ধ, তাদের বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রদান করেন, কিন্তু কালক্রমে সেই সমস্ত জীবেরা এত অধঃপতিত হয়ে যায় যে, তাদের জ্ঞানের আলোক লাভ করার প্রয়োজন হয়। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন এই সংসারে প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে ত্রুটি হয়, তখন ভগবান অবতরণ করেন। কপিলদেবরূপে ভগবানের আবির্ভাব পতিতদের পথ প্রদর্শন করার জন্য এবং তাদের ভগবদ্ভক্তির জ্ঞানের আলোকে সমৃদ্ধ করার জন্য, যাতে তারা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। বরাহ, মীন, কূর্ম, নরসিংহ আদি রূপে পরমেশ্বর ভগবানের বহু অবতার রয়েছেন। কপিলদেবও ভগবানের এক অবতার। এখানে স্বীকার করা হয়েছে যে, কপিলদেব পথভ্রষ্ট বদ্ধ জীবেদের দিব্য জ্ঞান প্রদান করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্তনাদ্
যৎপ্রহ্বণাদ্যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥ ৬ ॥

যৎ—যাঁর (পরমেশ্বর ভগবানের); **নামধেয়**—নাম; **শ্রবণ**—শ্রবণ; **অনুকীর্তনাৎ**—কীর্তনের দ্বারা; **যৎ**—যাঁকে; **প্রহ্বণাৎ**—প্রণতি নিবেদনের দ্বারা; **যৎ**—যাঁকে; **স্মরণাৎ**—স্মরণ করে; **অপি**—ও; **ক্বচিৎ**—কখনও; **শ্ব-অদঃ**—কুকুরভোজী; **অপি**—ও; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **সবনায়**—বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য; **কল্পতে**—যোগ্য হন; **কুতঃ**—কি আর বলার আছে; **পুনঃ**—পুনরায়; **তে**—আপনি; **ভগবন্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **নু**—তখন; **দর্শনাৎ**—প্রত্যক্ষ দর্শনের দ্বারা।

অনুবাদ

কুকুরভোজী পরিবারে যার জন্ম হয়েছে, সেও যদি একবার পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করে, তাঁর লীলা শ্রবণ করে, তাঁকে প্রণতি নিবেদন করে অথবা তাঁকে স্মরণ করে, তা হলে সে তৎক্ষণাৎ বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগ্য হয়, অতএব যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেন, তাঁদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে কি আর বলার আছে।

তাৎপর্য

এখানে পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নামের কীর্তন, শ্রবণ অথবা স্মরণের চিন্ময় শক্তির প্রভাব সম্বন্ধে অত্যন্ত জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রীল রূপ গোস্বামী বদ্ধ জীবেদের পাপ-পুণ্য কর্মের তালিকা প্রদান করেছেন এবং *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে প্রতিপন্ন করেছেন যে, যাঁরা ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁরা সমস্ত পাপ কর্মের ফল থেকে মুক্ত হয়ে যান। তা *ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবান বলেছেন যে, যাঁরা তাঁর শরণাগত হন, তিনি তাঁদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এবং তিনি তাঁদের সমস্ত পাপ কর্মের ফল থেকে মুক্ত করে দেন। পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার ফলে, কেউ যদি এত শীঘ্রই তাঁর পাপ কর্মের ফল থেকে মুক্ত হয়ে যান, তা হলে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করছেন, তাঁদের সম্বন্ধে আর কি বলার আছে?

এখানে অন্য আর একটি বিবেচনা হচ্ছে যে, শ্রবণ এবং কীর্তনের প্রভাবে যাঁরা শুদ্ধ হয়েছেন, তাঁরা বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার যোগ্য। সাধারণত ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত, দশবিধ সংস্কারের দ্বারা শুদ্ধ এবং বৈদিক শাস্ত্রজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তিকেই কেবল যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে দেওয়া হয়। কিন্তু এখানে *সদ্যঃ* শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে, এবং শ্রীধর স্বামীও মন্তব্য করেছেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের যোগ্যতা অর্জন করেন। মানুষ শ্বপচকুলে জন্মগ্রহণ করে তার পূর্বকৃত পাপ কর্মের ফলে, কিন্তু শুদ্ধভাবে একবার কীর্তন অথবা শ্রবণ করলে, অথবা নিরপরাধে

ভগবানের নাম গ্রহণ করলে, সে তৎক্ষণাৎ তার সমস্ত পাপ কম থেকে মুক্ত হয়ে যায়। সে কেবল তার পাপ কর্মের ফল থেকেই মুক্ত হয় না, সে তৎক্ষণাৎ সমস্ত সংস্কারের ফল প্রাপ্ত হয়। পূর্ব জন্মের পুণ্য কর্মের ফলেই ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত শিশুকেও সংশোধনের জন্য উপনয়ন আদি সংস্কারের দ্বারা দীক্ষিত হতে হয়। কিন্তু কেউ যদি ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করেন, তিনি যদি শ্বপচ বা চণ্ডাল পরিবারেও জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর সংস্কারের কোন প্রয়োজন হয় না। কেবল মাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলেই, তিনি তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হয়ে যান, এবং সব চাইতে বিদ্বান ব্রাহ্মণের মতো উত্তম হয়ে যান।

এই সম্পর্কে শ্রীল শ্রীধর স্বামী বিশেষভাবে মন্তব্য করেছেন—*অনেন পূজ্যত্বং লক্ষ্যতে* । কোন কোন জাতি-ব্রাহ্মণেরা বলে যে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন থেকে শুদ্ধিকরণ শুরু হয়। নিঃসন্দেহে তা নির্ভর করে ব্যক্তিগত কীর্তনের উপর, কিন্তু শ্রীধর স্বামীর এই মন্তব্য সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য যে, যদি কেউ নিরপরাধে ভগবানের নাম কীর্তন করেন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের থেকেও উত্তম হয়ে যান। শ্রীধর স্বামী বলেছেন, *পূজ্যত্বম্*—তিনি তৎক্ষণাৎ সব চাইতে বিদ্বান ব্রাহ্মণের মতো পূজনীয় হন এবং বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের যোগ্য হন। কেবল ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনের ফলেই যদি তৎক্ষণাৎ পবিত্র হওয়া যায়, তা হলে যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেন এবং দেবহূতি যেভাবে কপিলদেবকে জেনেছিলেন, সেইভাবে ভগবানের অবতারের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তাঁর সম্বন্ধে আর কি বলার আছে।

সাধারণত দীক্ষা নির্ভর করে শিষ্যকে উপদেশ প্রদানকারী সদ্‌গুরুর উপর। তিনি যদি দেখেন যে, কোন শিষ্য কীর্তনের প্রভাবে শুদ্ধ হয়েছে এবং উপযুক্ত হয়েছে, তখন তিনি সেই শিষ্যকে উপবীত প্রদান করেন, যাতে তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণের সমতুল্য বলে স্বীকার করা হয়। সেই কথা শ্রীল সনাতন গোস্বামী *হরিভক্তিবিলাসে* প্রতিপন্ন করেছেন—"রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা যেমন কাঁসাকে সোনায় রূপান্তরিত করা যায়, তেমনই দীক্ষা-বিধানের দ্বারা যে-কোন ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত করা যায়।"

কখনও কখনও বলা হয় যে, কীর্তনের দ্বারা মানুষ শুদ্ধ হতে শুরু করে এবং পরবর্তী জীবনে সে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, তার পর সংস্কৃত হবে। কিন্তু বর্তমানে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে যার জন্ম হয়েছে, সেও সংস্কারসম্পন্ন নয়, এবং সে যে সত্যি সত্যি ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসজাত পুত্র, তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। পূর্বে গর্ভাধান সংস্কারের প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু এখন এই প্রকার গর্ভাধান বা বীর্যদান

সংস্কার নেই। ব্রাহ্মণোচিত যোগ্যতা অর্জন হয়েছে কি না তা নির্ভর করে সদ্‌গুরুর বিচারের উপর। তিনি তাঁর নিজের বিচারের দ্বারা শিষ্যকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করেন। কেউ যখন পঞ্চরাত্র-বিধি অনুসারে, যজ্ঞ উপবীত সংস্কারের দ্বারা ব্রাহ্মণ বলে স্বীকৃতি লাভ করেন, তখন তিনি দ্বিজ হন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রতিপন্ন করেছেন—*দ্বিজত্বং জায়তে* । সদ্‌গুরুর দ্বারা দীক্ষিত হওয়ার পর, মানুষ ব্রাহ্মণ হন এবং এই শুদ্ধ অবস্থায় তিনি ভগবানের পবিত্র নাম জপ করেন। তিনি তখন আরও উন্নতি লাভ করে যোগ্য বৈষ্ণব হন, যার অর্থ হচ্ছে যে, তিনি পূর্বেই ব্রাহ্মণোচিত গুণগুলি অর্জন করেছেন।

শ্লোক ৭

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্ ।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ৭ ॥

অহো বত—আহা, কত ধন্য; **শ্ব-পচঃ**—কুকুরভোজী; **অতঃ**—অতএব; **গরীয়ান্**—পূজ্য; **যৎ**—যাঁর; **জিহ্বা-অগ্রে**—জিহ্বার অগ্রভাগে; **বর্ততে**—বিরাজ করে; **নাম**—পবিত্র নাম; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **তেপুঃ তপঃ**—অভ্যাসকৃত তপস্যা; **তে**—তাঁরা; **জুহুবুঃ**—অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পাদন করেছেন; **সস্নুঃ**—পবিত্র নদীতে স্নান করেছেন; **আর্যাঃ**—আর্য; **ব্রহ্ম-অনূচুঃ**—বেদসমূহ পাঠ করেছেন; **নাম**—পবিত্র নাম; **গৃণন্তি**—গ্রহণ করেন; **যে**—যাঁরা; **তে**—আপনার।

অনুবাদ

আহা! যাঁরা আপনার পবিত্র নাম কীর্তন করেন, তাঁরা কত ধন্য! কুকুরভোজী পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও এই প্রকার ব্যক্তিরা পূজ্য। যাঁরা আপনার পবিত্র নাম কীর্তন করেন, তাঁরা সর্ব প্রকার তপস্যা এবং অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পাদন করেছেন এবং তাঁরা আর্যদের সমস্ত সদাচার অর্জন করেছেন। আপনার পবিত্র নাম গ্রহণ করার জন্য তাঁরা নিশ্চয়ই সমস্ত পবিত্র তীর্থে স্নান করেছেন, বেদ অধ্যয়ন করেছেন এবং সমস্ত আবশ্যকতা পূর্ণ করেছেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে যে-কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যদি কেউ নিরপরাধে একবারও ভগবানের পবিত্র নাম জপ করেন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান

করার যোগ্য হন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই উক্তিটি শ্রবণ করে আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়। কারও অবিশ্বাস করা উচিত নয় অথবা মনে করা উচিত নয় যে, "ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার ফলে, কিভাবে যে-কোন মানুষ মহাত্মায় পরিণত হতে পারেন, যাঁর তুলনা কেবল সর্বোত্তম ব্রাহ্মণের সঙ্গে করা চলে?" অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের এই সন্দেহ দূর করার জন্য এই শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার যোগ্যতা সহসা লাভ হয় না, পক্ষান্তরে কীর্তনকারী ইতিমধ্যেই সমস্ত প্রকার বৈদিক অনুষ্ঠান এবং যজ্ঞ সম্পাদন করেছেন। এইটি আশ্চর্যজনক নয়, কারণ বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান, বেদ অধ্যয়ন, আর্যদের মতো সদাচার অভ্যাস করা, এই সমস্ত নিম্ন স্তর অতিক্রম না করে থাকলে, কেউই ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করতে পারে না। এ সব নিশ্চয় পূর্বেই সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিক যেমন একজন আইনের ছাত্র ইতিমধ্যেই সাধারণ শিক্ষার স্নাতক হয়েছেন বলে বোঝা যায়, ঠিক তেমনই যিনি ভগবানের পবিত্র নাম—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন করেন, তিনি অবশ্যই সমস্ত নিম্ন স্তর ইতিমধ্যেই অতিক্রম করেছেন। বলা হয় যে, যাঁরা তাঁদের জিহ্বাগ্রের দ্বারা ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করেন, তাঁরা ধন্য। এমন কি নাম উচ্চারণ কালে নামাপরাধ, নামাভাস, শুদ্ধনাম ইত্যাদি বিধিগুলিও যথাযথভাবে অবগত হওয়ার প্রয়োজন নেই; পবিত্র নাম যদি জিহ্বার অগ্রে উচ্চারিত হয়, তাই যথেষ্ট। এখানে বলা হয়েছে *নাম*, অর্থাৎ কেবল একটি নাম—কৃষ্ণ অথবা রামই যথেষ্ট। এমন নয় যে, ভগবানের সমস্ত পবিত্র নামগুলি কীর্তন করতে হবে। ভগবানের পবিত্র নাম সংখ্যাতীত, এবং তিনি যে সমস্ত বৈদিক অনুষ্ঠানগুলির আচরণ করেছেন, তা প্রমাণ করার জন্য তাঁকে ভগবানের সমস্ত নাম গ্রহণ করতে হবে না। কেউ যদি কেবল একবার মাত্র ভগবানের নাম গ্রহণ করেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, আর যাঁরা সর্বক্ষণ, দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা নাম কীর্তন করছেন, তাঁদের কথা আর কি বলার আছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *তুভ্যম্*—'কেবল আপনাকে।' কেবল মাত্র ভগবানের নামই কীর্তন করা কর্তব্য, যে কোন নাম, যেমন দেবতাদের নাম অথবা ভগবানের শক্তির নাম উচ্চারণ করলে হবে না, যে কথা মায়াবাদীরা বলে। যারা পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নামকে দেব-দেবীদের নামের সঙ্গে তুলনা করে, তাদের বলা হয় *পাষণ্ডী* ।

ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্যই কেবল পবিত্র নাম কীর্তন করা উচিত, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য অথবা কোন রকম পেশাদারি উদ্দেশ্যে করা উচিত নয়।

সেই শুদ্ধ মনোভাব যদি থাকে, তা হলে কেউ যদি চণ্ডালের মতো নীচ পরিবারেও জন্মগ্রহণ করেন, তা হলেও তিনি ধন্য, এবং তিনি কেবল নিজেকেই শুদ্ধ করেননি, অন্যদেরও উদ্ধার করতে তিনি সক্ষম। তিনি ভগবানের পবিত্র নামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলার যোগ্য, ঠিক হরিদাস ঠাকুরের মতো। আপাতদৃষ্টিতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি নিরপরাধে পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করছিলেন, তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে নাম প্রচারের আচার্য পদ প্রদান করেছিলেন। বৈদিক বিধি-বিধান অনুষ্ঠান করছে না, এমন পরিবারে তিনি যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাতে কিছু যায় আসেনি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং অদ্বৈত আচার্য প্রভু তাঁকে আচার্যরূপে বরণ করেছিলেন, কারণ তিনি নিরপরাধে ভগবানের নাম কীর্তন করছিলেন। অদ্বৈত আচার্য এবং ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ স্বীকার করেছিলেন যে, ইতিমধ্যেই তিনি সব রকম তপস্যার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিলেন, বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। তা আপনা থেকেই বোঝা যায়। এক প্রকার বংশানুক্রমিক ব্রাহ্মণ রয়েছে, যাদের বলা হয় *স্মার্ত-ব্রাহ্মণ* । তারা বলে যে, ভগবানের নাম কীর্তনকারীকে যদি শুদ্ধ বলে মনেও করা হয়, কিন্তু তা হলেও তাঁদের বৈদিক অনুষ্ঠান করার জন্য পরবর্তী জীবনে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করার জন্য প্রতীক্ষা করতে হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। এই প্রকার মানুষকে বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য পরবর্তী জীবনের প্রতীক্ষা করতে হয় না। তিনি তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হয়ে যান। বুঝতে হবে যে, তিনি ইতিমধ্যেই সমস্ত বিধি-বিধানের অনুষ্ঠান করেছেন। প্রকৃত পক্ষে তথাকথিত সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদেরই শুদ্ধ হওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকার তপস্যা করা উচিত। নানা প্রকার বৈদিক অনুষ্ঠান রয়েছে, যেগুলির বর্ণনা এখানে করা হয়নি। পবিত্র নাম যিনি জপ করেন, তিনি পূর্বেই সেইগুলির অনুষ্ঠান করেছেন।

জুহ্বুঃ শব্দটির অর্থ হচ্ছে, পবিত্র নাম কীর্তনকারী ইতিমধ্যেই সব রকম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন। *সস্নু* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, তিনি ইতিমধ্যেই সমস্ত পবিত্র তীর্থে ভ্রমণ করেছেন এবং পবিত্র হওয়ার সেখানকার সমস্ত কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁদের বলা হয় *আর্যাঃ*, কারণ তাঁরা ইতিমধ্যেই সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করেছেন এবং তাই গুণগতভাবে যাঁরা আর্য, তাঁরা তাঁদেরই গোষ্ঠীভূত। *আর্য* শব্দটির অর্থ হচ্ছে সভ্য, যাঁদের আচরণ বৈদিক অনুষ্ঠান অনুসারে হয়ে থাকে। যে ভক্ত ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করেন, তিনি হচ্ছেন সর্ব শ্রেষ্ঠ আর্য। বেদ অধ্যয়ন না করলে আর্য হওয়া যায় না, আর যাঁরা ভগবানের নাম কীর্তন করছেন,

বুঝতে হবে যে, তাঁরা ইতিমধ্যেই সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। যে বিশেষ শব্দটি এখানে ব্যবহার হয়েছে তা হচ্ছে অনূচুঃ, অর্থাৎ তাঁরা সমস্ত কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করেছেন, এবং তাঁরা আচার্য হওয়ার যোগ্য হয়েছেন।

এই শ্লোকে যেগৃণন্তি শব্দটির ব্যবহার হয়েছে, তার অর্থ হচ্ছে ধর্ম অনুষ্ঠানের সিদ্ধ অবস্থায় ইতিমধ্যেই অধিষ্ঠিত। কেউ যদি প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতির আসনে উপবিষ্ট হয়ে বিভিন্ন মামলার রায় দেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি ইতিমধ্যেই সমস্ত আইনের পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হয়েছেন, এবং যারা আইন নিয়ে পড়াশোনা করছে অথবা ভবিষ্যতে আইন নিয়ে পড়াশোনা করবে বলে আশা করছে, তাদের থেকে তিনি শ্রেষ্ঠ। তেমনই, যাঁরা পবিত্র নাম কীর্তন করছেন, তাঁরা বাস্তবে যারা বৈদিক আচার-আচরণের অনুষ্ঠান করছে অথবা যোগ্য হওয়ার প্রত্যাশা করছে, (অথবা পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যাঁরা ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু এখনও যাঁদের সংস্কার হয়নি, এবং তাই যাঁরা আশা করছেন যে, ভবিষ্যতে তাঁরা বৈদিক আচার-আচরণ অনুষ্ঠান করবেন এবং যজ্ঞ করবেন) তাদের থেকে অনেক ঊর্ধ্বে।

বেদের অনেক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হন, এবং ভগবানের নাম যিনি শ্রবণ করেন, তিনি যদি কুকুরভোজী পরিবারেও জন্মগ্রহণ করেন, তা হলে তিনিও জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন।

শ্লোক ৮

তং ত্বামহং ব্রহ্ম পরং পুমাংসং
প্রত্যক্স্রোতস্যাত্মনি সংবিভাব্যম্ ।
স্বতেজসা ধ্বস্তগুণপ্রবাহং
বন্দে বিষ্ণুং কপিলং বেদগর্ভম্ ॥ ৮ ॥

তম্—তাঁকে; **ত্বাম্**—আপনি; **অহম্**—আমি; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **পরম্**—পরম; **পুমাংসম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রত্যক্-স্রোতসি**—অন্তর্মুখী; **আত্মনি**—মনে; **সংবিভাব্যম্**—ধ্যান করেছেন, উপলব্ধি করেছেন; **স্ব-তেজসা**—তাঁর নিজের শক্তির দ্বারা; **ধ্বস্ত**—বিনষ্ট; **গুণ-প্রবাহম্**—জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব; **বন্দে**—আমি বন্দনা করি; **বিষ্ণুম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে; **কপিলম্**—কপিল নামক; **বেদ-গর্ভম্**—বেদের আশ্রয়।

অনুবাদ

হে ভগবান! আমি বিশ্বাস করি যে, আপনি হচ্ছেন কপিল নামক ভগবান শ্রীবিষ্ণু, এবং আপনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান পরমব্রহ্ম। ইন্দ্রিয় এবং মনের বিক্ষোভ থেকে মুক্ত হয়ে, মহাত্মা এবং ঋষিরা আপনার ধ্যান করেন, কারণ আপনার কৃপার প্রভাবেই কেবল মানুষ জড়া প্রকৃতির তিন গুণের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। প্রলয়ের সময়, সমস্ত বেদ আপনিই রক্ষা করেছিলেন।

তাৎপর্য

কপিলদেবের মাতা দেবহূতি তাঁর প্রার্থনা অধিক দীর্ঘ না করে সংক্ষেপে বলেছেন যে, ভগবান কপিল শ্রীবিষ্ণু ছাড়া আর অন্য কেউ নন, এবং যেহেতু তিনি হচ্ছেন একজন স্ত্রী, তাই কেবল প্রার্থনার দ্বারা যথাযথভাবে তাঁর পূজা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন যে, ভগবান প্রসন্ন হোন। এখানে *প্রত্যক্* শব্দটি মহত্ত্বপূর্ণ। যোগ অভ্যাসের আটটি অঙ্গ হচ্ছে—*যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি*। *প্রত্যাহার* মানে হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ গুটিয়ে নেওয়া। দেবহূতি পরমেশ্বর ভগবানকে যেভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, তা কেবল তাঁদেরই পক্ষে সম্ভব, যাঁরা তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলিকে সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে প্রত্যাহার করতে সক্ষম। কেউ যখন ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তখন আর অন্য কোনভাবে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সেই প্রকার পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাতেই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর স্বরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

শ্লোক ৯

মৈত্রেয় উবাচ

ঈড়িতো ভগবানেবং কপিলাখ্যঃ পরঃ পুমান্।
বাচাবিক্লবয়েত্যাহ মাতরং মাতৃবৎসলঃ ॥ ৯ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **ঈড়িতঃ**—সংস্তুত; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **এবম্**—এইভাবে; **কপিল-আখ্যঃ**—কপিল নামক; **পরঃ**—পরম; **পুমান্**—পুরুষ; **বাচা**—বাক্যের দ্বারা; **অবিক্লবয়া**—গম্ভীর; **ইতি**—এইভাবে; **আহ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **মাতরম্**—তাঁর মাকে; **মাতৃ-বৎসলঃ**—তাঁর মায়ের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত।

অনুবাদ

এইভাবে তাঁর মায়ের বাক্যে প্রসন্ন হয়ে, মাতৃবৎসল ভগবান কপিল গম্ভীরতাপূর্বক উত্তর দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যেহেতু ভগবান হচ্ছেন পরম পূর্ণ, তাই তাঁর মায়ের প্রতি তাঁর প্রীতিও পূর্ণ। তাঁর মায়ের বাক্য শ্রবণ করার পর, তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে, গম্ভীরতাপূর্বক এবং শিষ্টতা সহকারে উত্তর দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১০

কপিল উবাচ

মার্গেণানেন মাতস্তে সুসেব্যেনোদিতেন মে ।
আস্থিতেন পরাং কাষ্ঠামচিরাদবরোৎস্যসি ॥ ১০ ॥

কপিলঃ উবাচ—ভগবান কপিল বললেন; **মার্গেণ**—পন্থার দ্বারা; **অনেন**—এই; **মাতঃ**—হে মাতা; **তে**—আপনার জন্য; **সু-সেব্যেন**—অনুষ্ঠান করা অত্যন্ত সহজ; **উদিতেন**—উপদেশ দেওয়া হয়েছে; **মে**—আমার দ্বারা; **আস্থিতেন**—অনুষ্ঠিত হয়ে; **পরাম্**—পরম; **কাষ্ঠাম্**—লক্ষ্য; **অচিরাৎ**—অতি শীঘ্র; **অবরোৎস্যসি**—আপনি প্রাপ্ত হবেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে মাতঃ। আমি আপনাকে আত্ম-উপলব্ধির যে পন্থা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছি তা অত্যন্ত সহজ। আপনি অনায়াসে তা অনুষ্ঠান করতে পারবেন, এবং তা অনুশীলন করার ফলে, আপনি আপনার বর্তমান শরীরেই, অতি শীঘ্র মুক্তি লাভ করতে পারবেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তি এতই পূর্ণ যে, কেবল তার বিধি-বিধানগুলি পালন করার ফলে এবং গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে সেইগুলি সম্পাদন করার ফলে, এই শরীরেই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়, যা এখানে বলা হয়েছে। অন্যান্য যৌগিক পন্থায়

বা জ্ঞানের পন্থায় আদৌ সিদ্ধি লাভ হবে কি না, সেই সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠানে কারও যদি গুরুদেবের উপদেশে অবিচলিত শ্রদ্ধা থাকে, এবং তিনি যদি বিধি-নিষেধগুলি অনুশীলন করেন, তা হলে নিঃসন্দেহে তিনি মুক্ত হবেন, এমন কি এই বর্তমান শরীরেই তা সম্ভব। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে, শ্রীল রূপ গোস্বামী তা প্রতিপন্ন করেছেন। *ঈহা যস্য হরের্দাস্যে*—যে-কোন ব্যক্তি, যাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা, তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তিনি *জীবন্মুক্ত*, অর্থাৎ এই জড় দেহে থাকা সত্ত্বেও তিনি মুক্ত। গুরুদেব মুক্ত কি না, সেই সম্বন্ধে কখনও কখনও নবীন ভক্তের মনে সন্দেহের উদয় হয়, এবং কখনও তারা গুরুদেবের শারীরিক ব্যাপারেও সন্দিহান হয়। কিন্তু, গুরুদেবের দৈহিক লক্ষণগুলি দেখে, তিনি মুক্ত কি না তা বোঝা সম্ভব নয়। গুরুদেবের চিন্ময় লক্ষণগুলি দর্শন করতে হয়। *জীবন্মুক্ত* মানে হচ্ছে যদিও তিনি জড় দেহে রয়েছেন (দেহটি জড় হওয়ার ফলে, কিছু জড়-জাগতিক আবশ্যকতা এখনও রয়েছে), তবুও যেহেতু তিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাই তাঁকে মুক্ত বলে জানতে হবে।

মুক্তির অর্থ হচ্ছে স্বরূপে অবস্থিত হওয়া। সেইটি হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবতের* সংজ্ঞা—*মুক্তিঃ .....স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।* *স্বরূপ*, বা জীবের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বর্ণনা করেছেন। জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'। কেউ যদি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি মুক্ত। ভগবদ্ভক্তির কার্যকলাপের দ্বারা বোঝা যায় কেউ মুক্ত কি না, অন্য কোন লক্ষণের দ্বারা নয়।

শ্লোক ১১

শ্রদ্ধৎস্বৈতন্মতং মহ্যং জুষ্টং যদ্ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
যেন মামভয়ং যায়া মৃত্যুমৃচ্ছন্ত্যতদ্বিদঃ ॥ ১১ ॥

শ্রদ্ধৎস্ব—আপনি স্থির নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন; **এতৎ**—এই বিষয়ে; **মতম্**—উপদেশ; **মহ্যম্**—আমার; **জুষ্টম্**—পালন করা হয়েছে; **যৎ**—যা; **ব্রহ্ম-বাদিভিঃ**—অধ্যাত্মবাদীদের দ্বারা; **যেন**—যার দ্বারা; **মাম্**—আমাকে; **অভয়ম্**—নির্ভয়ে; **যায়াঃ**—আপনি প্রাপ্ত হবেন; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **ঋচ্ছন্তি**—প্রাপ্ত হয়; **অ-তৎ-বিদঃ**—যারা এই বিষয়ে অনভিজ্ঞ।

অনুবাদ

হে মাতঃ! যাঁরা প্রকৃতই অধ্যাত্মবাদী, তাঁরা আপনাকে প্রদত্ত আমার এই উপদেশ অনুসরণ করেন। আপনি নিশ্চিতভাবে জেনে রাখতে পারেন যে, আত্ম-উপলব্ধির এই পন্থা আপনি যদি সম্যকভাবে অনুসরণ করেন, তা হলে আপনি নিশ্চিতভাবে ভয়ঙ্কর জড়-জাগতিক কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে, আমাকে প্রাপ্ত হবেন। মাতঃ! যারা এই ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, তারা কখনই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারে না।

তাৎপর্য

জড়-জাগতিক অস্তিত্ব উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ, এবং তাই তা ভয়াবহ। যিনি এই জড় অস্তিত্ব থেকে মুক্ত হয়েছেন, তিনি আপনা থেকেই সমস্ত উৎকণ্ঠা এবং ভয় থেকে মুক্ত হয়ে যান। ভগবান কপিলদেব কর্তৃক প্রবর্তিত ভগবদ্ভক্তির পন্থা যিনি অনুসরণ করেন, তিনি অনায়াসে মুক্ত হয়ে যান।

শ্লোক ১২

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি প্রদর্শ্য ভগবান্ সতীং তামাত্মনো গতিম্ ।
স্বমাত্রা ব্রহ্মবাদিন্যা কপিলোঽনুমতো যযৌ ॥ ১২ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **প্রদর্শ্য**—উপদেশ দিয়ে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সতীম্**—সম্মানীয়া; **তাম্**—সেই; **আত্মনঃ**—আত্ম-উপলব্ধির; **গতিম্**—পন্থা; **স্ব-মাত্রা**—তাঁর মায়ের থেকে; **ব্রহ্ম-বাদিন্যা**—আত্ম-উপলব্ধ; **কপিলঃ**—ভগবান কপিল; **অনুমতঃ**—অনুমতি গ্রহণ করেছিলেন; **যযৌ**—প্রস্থান করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—পরমেশ্বর ভগবান কপিলদেব তাঁর প্রিয় মাতাকে উপদেশ দিয়ে, তাঁর উদ্দেশ্য সাধন হওয়ার ফলে, তাঁর মায়ের অনুমতি নিয়ে গৃহ ত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

কপিলদেবরূপে পরমেশ্বর ভগবানের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ছিল ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণ সাংখ্য দর্শনের দিব্য জ্ঞান বিতরণ করা। তাঁর মাকে সেই জ্ঞান প্রদান করে, এবং তাঁর মায়ের মাধ্যমে সমগ্র জগৎকে সেই জ্ঞান দান করার আয়োজন করে, কপিলদেবের আর গৃহে থাকার কোন প্রয়োজন ছিল না, তাই তিনি মায়ের অনুমতি নিয়ে গৃহ ত্যাগ করেছিলেন। আপাত দৃষ্টিতে তিনি দিব্য জ্ঞান লাভের জন্য গৃহ ত্যাগ করেছিলেন, যদিও আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাঁর উপলব্ধি করার কিছুই ছিল না, কারণ তিনি হচ্ছেন সেই পুরুষ, যাঁকে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দ্বারা জানতে হয়। তাই এইটি হচ্ছে সাধারণ মানুষের মতো আচরণকারী ভগবানের একটি দৃষ্টান্ত, যাতে অন্যেরা তাঁর কাছ থেকে শিখতে পারে। তিনি নিশ্চয়ই বাড়িতে তাঁর মায়ের সঙ্গে থাকতে পারতেন, কিন্তু তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, পরিবারের সঙ্গে গৃহে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। সব চাইতে ভাল হচ্ছে ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী অথবা বানপ্রস্থীরূপে একলা থেকে সমগ্র জীবনে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করা। যারা একলা থাকতে অক্ষম, তাদের পত্নী এবং সন্তান-সন্ততি সহ গৃহস্থ জীবনে বাস করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য নয়, কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের জন্য।

শ্লোক ১৩

সা চাপি তনয়োক্তেন যোগাদেশেন যোগযুক্ ।
তস্মিন্নাশ্রম আপীড়ে সরস্বত্যাঃ সমাহিতা ॥ ১৩ ॥

সা—তিনি; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **তনয়**—তাঁর পুত্রের দ্বারা; **উক্তেন**—উক্ত; **যোগ-আদেশেন**—যোগ সম্বন্ধে উপদেশের দ্বারা; **যোগ-যুক্**—ভক্তিযোগে যুক্ত; **তস্মিন্**—তাতে; **আশ্রমে**—আশ্রম, **আপীড়ে**—ফুলের মুকুট; **সরস্বত্যাঃ**—সরস্বতীর; **সমাহিতা**—সমাধিমগ্ন।

অনুবাদ

দেবহূতিও তাঁর পুত্রের দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে, সেই আশ্রমে ভক্তিযোগ অনুশীলন করতে শুরু করলেন। তিনি কর্দম মুনির গৃহে সমাধি-যোগ অভ্যাস করেছিলেন, এবং সেই গৃহটি ফুলের দ্বারা এত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত ছিল যে, সেইটিকে সরস্বতী নদীর পুষ্প-মুকুট বলে মনে করা হত।

তাৎপর্য

দেবহূতি গৃহ ত্যাগ করেননি, কারণ মেয়েদের কখনও গৃহ ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তিনি নির্ভরশীল ছিলেন। দেবহূতির দৃষ্টান্তটি খুব সুন্দর, অবিবাহিত অবস্থায় তিনি তাঁর পিতা স্বায়ম্ভুব মনুর সংরক্ষণে ছিলেন, তার পর স্বায়ম্ভুব মনু কর্দম মুনির হস্তে তাঁকে সমর্পণ করেন। তাঁর যৌবনে তিনি তাঁর পতির সংরক্ষণে ছিলেন, এবং তার পর, তাঁর পুত্ররূপে কপিল মুনির জন্ম হয়। তাঁর পুত্র বড় হওয়া মাত্রই, তাঁর পতি গৃহ ত্যাগ করেন, এবং তেমনই তাঁর পুত্রও তাঁর মাতার প্রতি তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করার পর, গৃহ ত্যাগ করেন। তিনিও গৃহ ত্যাগ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। পক্ষান্তরে তিনি গৃহেই ছিলেন এবং তাঁর মহান পুত্র কপিল মুনির উপদেশ অনুসারে ভক্তিযোগ অনুশীলন করতে শুরু করেন, এবং ভক্তিযোগ অনুশীলনের ফলে, তাঁর সমগ্র গৃহটি যেন সরস্বতী নদীর পুষ্প-মুকুটে পরিণত হয়েছিল।

শ্লোক ১৪

অভীক্ষ্ণাবগাহকপিশান্ জটিলান্ কুটিলালকান্ ।
আত্মানং চোগ্রতপসা বিভ্রতী চীরিণং কৃশম্ ॥ ১৪ ॥

অভীক্ষ্ণ—বার বার; **অবগাহ**—স্নান করার ফলে; **কপিশান্**—পিঙ্গলবর্ণ; **জটিলান্**—জটাযুক্ত; **কুটিল**—কুঞ্চিত; **অলকান্**—চুল; **আত্মানম্**—তাঁর শরীর; **চ**—এবং; **উগ্র-তপসা**—কঠোর তপস্যার ফলে; **বিভ্রতী**—হয়েছিল; **চীরিণম্**—জীর্ণ বসনাবৃত; **কৃশম্**—শীর্ণ।

অনুবাদ

তিনি দিনে তিনবার স্নান করতেন, এবং তার ফলে তাঁর কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশদাম জটাযুক্ত এবং পিঙ্গল বর্ণ হয়েছিল। তাঁর কঠোর তপস্যার ফলে, তাঁর দেহ ধীরে ধীরে শীর্ণ হয়েছিল, এবং তাঁর বসন জীর্ণ হয়েছিল।

তাৎপর্য

যোগী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী এবং সন্ন্যাসীরা দিনে অন্তত তিনবার স্নান করেন—খুব সকালে, দুপুরে এবং সন্ধ্যায়। এমন কি কিছু গৃহস্থ, বিশেষ করে ব্রাহ্মণেরা, যাঁরা আধ্যাত্মিক চেতনায় খুব উন্নত, তাঁরাও এই নিয়ম পালন করেন। দেবহূতি ছিলেন

একজন রাজকন্যা এবং প্রায় একজন রাজার পত্নীর মতো। যদিও কর্দম মুনি রাজা ছিলেন না, কিন্তু তাঁর যোগ-শক্তির প্রভাবে তিনি দেবহূতিকে এক অতি সুন্দর প্রাসাদে বহু পরিচারিকা এবং সমস্ত ঐশ্বর্য সহ খুব আরামে রেখেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি তাঁর পতির সঙ্গে থাকার সময়ও তপস্যা করতে শিখেছিলেন, তাই তপস্যা করতে তাঁর কোন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাঁর পতি এবং পুত্রের গৃহ ত্যাগের পর, যেহেতু তিনি কঠোর তপস্যায় যুক্ত হয়েছিলেন, তাই তাঁর শরীর শীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আধ্যাত্মিক জীবনে স্থূলকায় হওয়া ভাল নয়। পক্ষান্তরে, শীর্ণ হওয়া উচিত, কারণ মোটা হওয়া পারমার্থিক উপলব্ধির পথে উন্নতি সাধনের প্রতিবন্ধক। অত্যধিক আহার, অত্যধিক নিদ্রা অথবা আরামদায়ক অবস্থায় থাকা সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত। স্বেচ্ছায় কৃচ্ছ্র সাধন স্বীকার করে অল্প আহার করা উচিত এবং অল্প ঘুমানো উচিত। এইগুলি যে-কোন যোগ অনুশীলনের বিধি, তা সে *ভক্তিযোগ* হোক, *জ্ঞানযোগ* হোক অথবা *হঠযোগ* হোক।

শ্লোক ১৫

প্রজাপতেঃ কর্দমস্য তপোযোগবিজৃম্ভিতম্ ।
স্বগার্হস্থ্যমনৌপম্যং প্রার্থ্যং বৈমানিকৈরপি ॥ ১৫ ॥

প্রজা-পতেঃ—প্রজাপতির; **কর্দমস্য**—কর্দম মুনির; **তপঃ**—তপস্যার দ্বারা; **যোগ**—যোগের দ্বারা; **বিজৃম্ভিতম্**—বিকশিত; **স্ব-গার্হস্থ্যম্**—তাঁর ঘর এবং গৃহস্থালি; **অনৌপম্যম্**—অতুলনীয়; **প্রার্থ্যম্**—বাঞ্ছনীয়; **বৈমানিকৈঃ**—স্বর্গবাসীদের দ্বারা; **অপি**—ও।

অনুবাদ

প্রজাপতি কর্দমের ঘর এবং গৃহস্থালি তাঁর তপস্যা এবং যোগের বলে এতই সমৃদ্ধ ছিল যে, যাঁরা অন্তরীক্ষে বিমানে বিচরণ করেন, তাঁরাও তাঁর ঐশ্বর্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হতেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কর্দম মুনির গৃহস্থালির প্রতি বিমানে অন্তরীক্ষে বিচরণকারীরাও ঈর্ষাপরায়ণ হতেন, এখানে স্বর্গবাসীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। আধুনিক যুগে আমরা যে বিমান আবিষ্কার করেছি, যা কেবল এক দেশ থেকে

আর এক দেশে উড়ে যেতে পারে, তাঁদের বিমান সেই রকম নয়; তাঁদের বিমান এক লোক থেকে আর এক লোকে যেতে পারে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* এই রকম বহু বর্ণনা রয়েছে, যা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এক লোক থেকে আর এক লোকে ভ্রমণ করার সুযোগ ছিল, বিশেষ করে উচ্চতর লোকে, এবং তাঁরা যে এখনও ভ্রমণ করছেন না, সেই কথা কে বলতে পারে? আমাদের বিমান এবং অন্তরীক্ষ যানের গতি অত্যন্ত সীমিত, কিন্তু আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, কর্দম মুনি এমন একটি বিমানে চড়ে অন্তরীক্ষে বিচরণ করছিলেন, যা ছিল একটি নগরীর মতো, এবং তিনি বিভিন্ন লোকে ভ্রমণ করেছিলেন। সেইটি কোন সাধারণ বিমান ছিল না, এবং তাঁর সেই ভ্রমণ কোন সাধারণ অন্তরীক্ষ ভ্রমণ ছিল না। কর্দম মুনি এত শক্তিশালী একজন যোগী ছিলেন যে, স্বর্গবাসীরাও তাঁর ঐশ্বর্যের ঈর্ষা করতেন।

শ্লোক ১৬

পয়ঃফেননিভাঃ শয্যা দান্তা রুক্মপরিচ্ছদাঃ ।
আসনানি চ হৈমানি সুস্পর্শাস্তরণানি চ ॥ ১৬ ॥

পয়ঃ—দুধের; **ফেন**—ফেনা; **নিভাঃ**—সদৃশ; **শয্যাঃ**—বিছানা; **দান্তাঃ**—হাতির দাঁতের; **রুক্ম**—স্বর্ণময়; **পরিচ্ছদাঃ**—পর্দার দ্বারা; **আসনানি**—আসনসমূহ; **চ**—এবং; **হৈমানি**—স্বর্ণ-নির্মিত; **সু-স্পর্শ**—সুখ-স্পর্শ; **আস্তরণানি**—আস্তরণসমূহ; **চ**—এবং।

অনুবাদ

এখানে কর্দম মুনির গৃহের ঐশ্বর্য বর্ণনা করা হয়েছে। সেই গৃহের শয্যা ছিল দুগ্ধ-ফেননিভ, আসনসমূহ হস্তীদন্ত-নির্মিত এবং সেইগুলি সোনার জরিযুক্ত বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, এবং পালঙ্কগুলি ছিল সোনার তৈরি এবং বালিশগুলি অত্যন্ত কোমল ছিল।

শ্লোক ১৭

স্বচ্ছস্ফটিককুড্যেষু মহামারকতেষু চ ।
রত্নপ্রদীপা আভান্তি ললনারত্নসংযুতাঃ ॥ ১৭ ॥

স্বচ্ছ—শুদ্ধ; **স্ফটিক**—মর্মর; **কুড্যেষু**—দেওয়ালগুলিতে; **মহা-মারকতেষু**—মহা মূল্য ইন্দ্রনীল মণির দ্বারা অলঙ্কৃত; **চ**—এবং; **রত্ন-প্রদীপাঃ**—রত্নময় দীপ; **আভান্তি**—দীপ্তি বিকিরণ করে; **ললনাঃ**—রমণীগণ; **রত্ন**—রত্নময় অলঙ্কারের দ্বারা; **সংযুতাঃ**—অলঙ্কৃতা।

অনুবাদ

সেই গৃহের স্বচ্ছ স্ফটিক-নির্মিত দেওয়ালগুলি মহা মূল্যবান মণিরত্নের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। সেখানে আলোকের কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ সেই গৃহ সেই সমস্ত মণির কিরণে আলোকিত ছিল। সেই গৃহের রমণীরা সকলেই সুন্দর অলঙ্কারে বিভূষিতা ছিলেন।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, বহু মূল্য মণিরত্ন, হস্তীদন্ত, স্বচ্ছ স্ফটিক এবং মণিরত্ন খচিত স্বর্ণ-নির্মিত আসবাবের দ্বারা গৃহস্থালির ঐশ্বর্য প্রদর্শিত হয়। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাপড়ও সোনার জরির দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। সব কিছুরই প্রকৃত মূল্য ছিল। সেইগুলি এখনকার দিনের আসবাবপত্রের মতো নয়, যা মূল্যহীন প্লাস্টিক অথবা নিম্ন স্তরের ধাতু দিয়ে তৈরি। বৈদিক সভ্যতার রীতি ছিল যে, গৃহস্থালির জন্য যা-কিছু ব্যবহার করা হত তা সবই মূল্যবান ছিল। প্রয়োজন হলে তৎক্ষণাৎ সেইগুলির বিনিময় করা যেত। ভাঙা এবং অকেজো আসবাবপত্রও মূল্যহীন ছিল না। এই প্রথা ভারতবর্ষের গৃহস্থালিতে আজও প্রচলিত রয়েছে। তাঁরা ধাতু-নির্মিত বাসনপত্র, স্বর্ণ অলঙ্কার, রূপার থালা এবং সোনার কাজ করা মূল্যবান রেশমী বস্ত্র রাখেন, এবং প্রয়োজন হলে, তৎক্ষণাৎ তার বিনিময়ে টাকা পাওয়া যায়। কুসীদজীবী এবং গৃহস্থদের মধ্যে এই প্রকার বিনিময় হয়।

শ্লোক ১৮

গৃহোদ্যানং কুসুমিতৈ রম্যং বহ্বমরদ্রুমৈঃ ।
কূজদ্বিহঙ্গমিথুনং গায়ন্মত্তমধুব্রতম্ ॥ ১৮ ॥

গৃহ-উদ্যানম্—গৃহের উদ্যান; **কুসুমিতৈঃ**—ফুল এবং ফলে; **রম্যম্**—সুন্দর; **বহু-অমর-দ্রুমৈঃ**—বহু দেব-তরুর দ্বারা; **কূজৎ**—কূজনকারী; **বিহঙ্গ**—পক্ষিদের; **মিথুনম্**—জোড়া; **গায়ৎ**—গুঞ্জনকারী; **মত্ত**—উন্মত্ত; **মধু-ব্রতম্**—মধুকরকুল।

অনুবাদ

সেই গৃহের অঙ্গন সুন্দর বাগানের দ্বারা বেষ্টিত ছিল, যেখানে অত্যন্ত মধুর সৌরভযুক্ত ফুল ছিল, এবং অনেক বৃক্ষ ছিল, যেগুলিতে তাজা ফল উৎপন্ন হত এবং সেইগুলি উচ্চ এবং সুন্দর ছিল। সেই বাগানের আকর্ষণ ছিল বৃক্ষের উপর কূজনরত পক্ষীকুল এবং গুঞ্জনরত মধুকর। তারা সেই পরিবেশকে অত্যন্ত মনোরম করে তুলেছিল।

শ্লোক ১৯

যত্র প্রবিষ্টমাত্মানং বিবুধানুচরা জগুঃ ।
বাপ্যামুৎপলগন্ধিন্যাং কর্দমেনোপলালিতম্ ॥ ১৯ ॥

যত্র—যেখানে; **প্রবিষ্টম্**—প্রবিষ্ট হয়ে; **আত্মানম্**—তাঁকে; **বিবুধ-অনুচরাঃ**—দেবতাদের অনুচরেরা; **জগুঃ**—গান করতেন; **বাপ্যাম্**—সরোবরে; **উৎপল**—পদ্মের; **গন্ধিন্যাম্**—সৌরভযুক্ত; **কর্দমেন**—কর্দমের দ্বারা; **উপলালিতম্**—বহু যত্নে সুরক্ষিতা ছিলেন।

অনুবাদ

দেবহূতি যখন সেই মনোরম উদ্যানের পদ্মপূর্ণ সরোবরে স্নান করবার জন্য প্রবেশ করতেন, তখন স্বর্গের দেবতাদের অনুচর গন্ধর্বেরা কর্দম মুনির গার্হস্থ্য জীবনের মহিমা গান করতেন। তাঁর মহান পতি কর্দম তাঁকে সর্বদা সব রকম সুরক্ষা প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে আদর্শ পতি-পত্নীর সম্পর্ক অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। পতিরূপে কর্দম মুনি দেবহূতিকে সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর পত্নীর প্রতি একটুও আসক্ত ছিলেন না। তাঁর পুত্র কপিলদেব বড় হওয়া মাত্রই, কর্দম মুনি তাঁর সমস্ত পারিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। তেমনই, দেবহূতি ছিলেন একজন মহান রাজা স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা, এবং তিনি ছিলেন অত্যন্ত গুণবতী এবং সুন্দরী, কিন্তু তিনি তাঁর পতির সংরক্ষণের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিলেন। মনুর মত অনুসারে স্ত্রীদের জীবনের কোন অবস্থাতেই স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নয়। শৈশবে স্ত্রী তাঁর পিতামাতার সংরক্ষণে থাকবেন, যৌবনে তাঁর পতির

সংরক্ষণে থাকবেন, এবং বৃদ্ধাবস্থায় তাঁর উপযুক্ত পুত্রের সংরক্ষণে থাকবেন। *মনু-সংহিতার* এই সমস্ত নির্দেশ দেবহূতি তাঁর জীবনে প্রদর্শন করেছিলেন—শৈশবে তিনি তাঁর পিতার অধীনে ছিলেন, তার পর তাঁর অতুল ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও, তিনি তাঁর পতির অধীনে ছিলেন, এবং তার পর তিনি তাঁর পুত্র কপিলদেবের আশ্রিত ছিলেন।

শ্লোক ২০

হিত্বা তদীপ্সিততমমপ্যাখণ্ডলযোষিতাম্ ।
কিঞ্চিচ্চকার বদনং পুত্রবিশ্লেষণাতুরা ॥ ২০ ॥

হিত্বা—ত্যাগ করে; **তৎ**—সেই গৃহ; **ঈপ্সিত-তমম্**—অতি বাঞ্ছিত; **অপি**—এমন কি; **আখণ্ডল-যোষিতাম্**—ইন্দ্রপত্নীদেরও; **কিঞ্চিৎ-চকার-বদনম্**—ব্যাকুল বদনে; **পুত্র-বিশ্লেষণ**—তাঁর পুত্রের বিচ্ছেদের ফলে; **আতুরা**—কাতর।

অনুবাদ

যদিও তাঁর স্থিতি সর্বতোভাবে অতুলনীয় ছিল, তবুও স্বর্গললনাদেরও বাঞ্ছিত তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও, সাধ্বী দেবহূতি তাঁর পুত্রের বিচ্ছেদ-জনিত বিরহে কাতর হয়ে, সেই সমস্ত সুখ ত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

দেবহূতি তাঁর জড়-জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করতে মোটেই দুঃখিত হননি, কিন্তু তাঁর পুত্রের বিরহে তিনি অত্যন্ত কাতর হয়েছিলেন। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, দেবহূতি যদি তাঁর জড়-জাগতিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করতে মোটেই দুঃখিত না হয়ে থাকেন, তা হলে কেন তিনি তাঁর পুত্রের বিরহে এত দুঃখিত হয়েছিলেন? তিনি তাঁর পুত্রের প্রতি কেন এত আসক্ত ছিলেন? তার উত্তর পরবর্তী শ্লোকে দেওয়া হয়েছে। তিনি কোন সাধারণ পুত্র ছিলেন না। তাঁর পুত্রটি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান। অতএব, কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্ত হন, তখনই কেবল তাঁর জড়-জাগতিক আসক্তি তিনি ত্যাগ করতে পারেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* বিশ্লেষণ করা হয়েছে। *পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে।* কেউ যখন চিন্ময় অস্তিত্বের স্বাদ লাভ করেন, তখনই কেবল তিনি জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি বিরক্ত হন।

শ্লোক ২১

বনং প্রব্রজিতে পত্যাবপত্যবিরহাতুরা ।
জ্ঞাততত্ত্বাপ্যভূন্নষ্টে বৎসে গৌরিব বৎসলা ॥ ২১ ॥

বনম্—বনে; **প্রব্রজিতে পত্যৌ**—তাঁর পতি যখন গৃহ ত্যাগ করেছিলেন; **অপত্য-বিরহ**—তাঁর পুত্রের বিরহে; **আতুরা**—অত্যন্ত কাতর; **জ্ঞাত-তত্ত্বা**—তত্ত্ব অবগত হয়ে; **অপি**—যদিও; **অভূৎ**—তিনি হয়েছিলেন; **নষ্টে বৎসে**—বাছুরের মৃত্যুতে; **গৌঃ**—গাভী; **ইব**—মতো; **বৎসলা**—স্নেহশীলা।

অনুবাদ

দেবহূতির পতি ইতিমধ্যেই গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেছিলেন, এবং তার পর তাঁর একমাত্র পুত্র কপিলদেব গৃহ ত্যাগ করেছিলেন। যদিও তিনি জীবন এবং মৃত্যুর সমস্ত তত্ত্ব অবগত ছিলেন, এবং যদিও তাঁর হৃদয় সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত ছিল, তবুও তাঁর পুত্রের বিরহে তিনি বৎসহারা গাভীর মতো কাতর হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যে রমণীর পতি গৃহ থেকে দূরে রয়েছেন অথবা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেছেন, তাঁর ততটা কাতর হওয়া উচিত নয়, কারণ তাঁর পতির প্রতিনিধি, তাঁর পুত্র তাঁর কাছে উপস্থিত রয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *আত্মৈব পুত্রো জায়তে*—পতির শরীরের প্রতিনিধিত্ব পুত্র করে। গভীরভাবে বিচার করলে, কোন স্ত্রীর যদি বয়স্ক পুত্র থাকে, তা হলে তিনি কখনও বিধবা হন না। কপিল মুনি যখন তাঁর কাছে ছিলেন, তখন দেবহূতি ততটা ব্যাকুল হননি, কিন্তু তাঁর গৃহ ত্যাগের পর, তিনি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন। কর্দম মুনির সঙ্গে তাঁর জাগতিক সম্পর্কের জন্য তিনি কাতর হননি, তিনি কাতর হয়েছিলেন ভগবানের সঙ্গে তাঁর ঐকান্তিক প্রেমের সম্পর্কের জন্য।

এখানে মৃতবৎসা গাভীর সঙ্গে দেবহূতির তুলনা করা হয়েছে। বৎস-হারা গাভী দিনরাত ক্রন্দন করে। তেমনই, দেবহূতিও শোকাকুল হয়েছিলেন, এবং তিনি সর্বক্ষণ ক্রন্দন করেছিলেন এবং তাঁর বন্ধু এবং আত্মীয়দের অনুরোধ করেছিলেন, "দয়া করে তোমরা আমার পুত্রকে গৃহে ফিরিয়ে আন যাতে আমি বাঁচতে পারি। তা না হলে, আমি বাঁচব না।"

ভগবানের প্রতি এই প্রগাঢ় স্নেহ, যদিও নিজের পুত্রের প্রতি বাৎসল্য স্নেহরূপে প্রকাশিত, তবুও আধ্যাত্মিক বিচারে লাভজনক। পুত্রের প্রতি আসক্তি মানুষকে জড় জগতের বন্ধনে বেঁধে রাখে, কিন্তু এই আসক্তি যখন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অর্পিত হয়, তখন তা চিৎ-জগতে ভগবানের সান্নিধ্যে নিয়ে যায়।

প্রত্যেক স্ত্রী দেবহূতির মতো যোগ্য হতে পারেন এবং পরমেশ্বর ভগবানকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হতে পারেন। পরমেশ্বর ভগবান যদি দেবহূতির পুত্ররূপে আবির্ভূত হতে পারেন, তা হলে তিনি অন্য যে-কোন স্ত্রীর পুত্ররূপেও আসতে পারেন, যদি সেই স্ত্রী যোগ্য হন। কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর পুত্ররূপে লাভ করেন, তা হলে তিনি এক অতি সুন্দর পুত্রকে লালন-পালন করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন এবং সেই সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের পার্ষদ হওয়ার জন্য চিৎ-জগতে উন্নীত হতে পারেন।

শ্লোক ২২

তমেব ধ্যায়তী দেবমপত্যং কপিলং হরিম্ ।
বভূবাচিরতো বৎস নিঃস্পৃহা তাদৃশে গৃহে ॥ ২২ ॥

তম্—তাঁর উপর; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ধ্যায়তী**—ধ্যান করে; **দেবম্**—দৈব; **অপত্যম্**—পুত্র; **কপিলম্**—ভগবান কপিল; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বভূব**—হয়েছিলেন; **অচিরতঃ**—অতি শীঘ্র; **বৎস**—হে বিদুর; **নিঃস্পৃহা**—অনাসক্ত; **তাদৃশে গৃহে**—এই প্রকার গৃহের প্রতি।

অনুবাদ

হে বিদুর, এইভাবে সর্বদা তাঁর পুত্র পরমেশ্বর ভগবান কপিলদেবের ধ্যান করে অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত তাঁর গৃহের প্রতি তিনি অনাসক্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভক্তির দ্বারা যে কিভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করা যায়, এইটি তার একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত। কপিলদেব হচ্ছেন কৃষ্ণ এবং তিনি দেবহূতির পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কপিলদেবের গৃহ ত্যাগের পর, দেবহূতি তাঁর চিন্তায় মগ্ন হয়েছিলেন, এবং এইভাবে তিনি সর্বক্ষণ কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত ছিলেন। কৃষ্ণচেতনায় তাঁর এই নিরন্তর স্থিতি তাঁকে তাঁর গৃহের আসক্তি থেকে মুক্ত করেছিল।

আমরা যদি আমাদের আসক্তি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি স্থানান্তরিত করতে না পারি, তা হলে জড় আসক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, মনোধর্মী জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা কখনও মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। সে যে জড় নয়, চিন্ময় আত্মা বা ব্রহ্ম, কেবল এইটুকু জানার ফলে বুদ্ধি শুদ্ধ হয় না। নির্বিশেষবাদী যদি চিন্ময় উপলব্ধির সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছান, তবুও পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় স্থিত না হওয়ার ফলে, তাঁকে পুনরায় জড় আসক্তিতে অধঃপতিত হতে হয়।

ভক্তেরা পরমেশ্বর ভগবানের লীলা শ্রবণ করে, তাঁর কার্যকলাপের কথা কীর্তন করে, এবং সর্বদা তাঁর শাশ্বত সুন্দর রূপ স্মরণ করে, ভক্তির পন্থা গ্রহণ করেন। ভগবানের সেবা করে, তাঁর সখা অথবা সেবক হয়ে, এবং সব কিছু তাঁকে নিবেদন করে, ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায়। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, *ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা*—শুদ্ধ ভক্তি সম্পাদন করে, তত্ত্বত পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়, এবং এইভাবে বৈকুণ্ঠলোকে তাঁর সঙ্গ লাভ করার যোগ্য হওয়া যায়।

শ্লোক ২৩

ধ্যায়তী ভগবদ্রূপং যদাহ ধ্যানগোচরম্ ।
সুতঃ প্রসন্নবদনং সমস্তব্যস্তচিন্তয়া ॥ ২৩ ॥

ধ্যায়তী—ধ্যান করে; **ভগবৎ-রূপম্**—পরমেশ্বর ভগবানের রূপের; **যৎ**—যা; **আহ**—তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন; **ধ্যান-গোচরম্**—ধ্যানের বিষয়; **সুতঃ**—তাঁর পুত্র; **প্রসন্ন-বদনম্**—প্রসন্ন বদনে; **সমস্ত**—সমগ্র; **ব্যস্ত**—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের; **চিন্তয়া**—তাঁর মনের দ্বারা।

অনুবাদ

তার পর, তাঁর পুত্র প্রসন্ন বদন ভগবান কপিলদেবের কাছ থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত গভীর আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করে, দেবহূতি নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের বিষ্ণুরূপের ধ্যান করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ২৪-২৫

ভক্তিপ্রবাহযোগেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা ।
যুক্তানুষ্ঠানজাতেন জ্ঞানেন ব্রহ্মহেতুনা ॥ ২৪ ॥

বিশুদ্ধেন তদাত্মানমাত্মনা বিশ্বতোমুখম্ ।
স্বানুভূত্যা তিরোভূতমায়াগুণবিশেষণম্ ॥ ২৫ ॥

ভক্তি-প্রবাহ-যোগেন—নিরন্তর ভক্তিযোগে যুক্ত থেকে; বৈরাগ্যেণ—বৈরাগ্যের দ্বারা; বলীয়সা—অত্যন্ত প্রবল; যুক্ত-অনুষ্ঠান—যথাযথভাবে কর্তব্য সম্পাদনের দ্বারা; জাতেন—উৎপন্ন; জ্ঞানেন—জ্ঞানের দ্বারা; ব্রহ্ম-হেতুনা—পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করার ফলে; বিশুদ্ধেন—বিশুদ্ধিকরণের দ্বারা; তদা—তখন; আত্মানম্—পরমেশ্বর ভগবানকে; আত্মনা—মনের দ্বারা; বিশ্বতঃ-মুখম্—যাঁর মুখ সর্বত্র বিরাজিত; স্ব-অনুভূত্যা—আত্ম-উপলব্ধির দ্বারা; তিরঃ-ভূত—আত্মপ্রকাশ হয়েছিল; মায়া-গুণ—জড়া প্রকৃতির গুণের; বিশেষণম্—বিশেষ।

অনুবাদ

তিনি ঐকান্তিকভাবে ভক্তিযুক্ত হয়ে তা করেছিলেন। যেহেতু তাঁর বৈরাগ্য প্রবল ছিল, তাই তিনি তাঁর দেহের প্রয়োজনের জন্য ঠিক যতটুকু আবশ্যক, ততটুকুই কেবল গ্রহণ করেছিলেন। পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করার ফলে, তিনি জ্ঞানে স্থিত হয়েছিলেন, তাঁর হৃদয় শুদ্ধ হয়েছিল, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়েছিলেন, এবং জড়া প্রকৃতির প্রভাবজাত সমস্ত দুর্ভাবনা দূর হয়েছিল।

শ্লোক ২৬

ব্রহ্মণ্যবস্থিতমতির্ভগবত্যাত্মসংশ্রয়ে ।
নিবৃত্তজীবাপত্তিত্বাৎক্ষীণক্লেশাপ্তনির্বৃতিঃ ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মণি—ব্রহ্মে; অবস্থিত—স্থিত; মতিঃ—তাঁর মন; ভগবতি—পরমেশ্বর ভগবানে; আত্ম-সংশ্রয়ে—যিনি সমস্ত জীবের মধ্যে বাস করেন; নিবৃত্ত—মুক্ত; জীব—জীবাত্মার; আপত্তিত্বাৎ—দুর্ভাগ্য থেকে; ক্ষীণ—লুপ্ত হয়েছিল; ক্লেশ—জড়-জাগতিক কষ্ট; আপ্ত—লাভ করেছিলেন; নির্বৃতিঃ—চিন্ময় আনন্দ।

অনুবাদ

তাঁর মন সম্পূর্ণরূপে ভগবানে মগ্ন হয়েছিল, এবং তিনি আপনা থেকেই নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি করেছিলেন। ব্রহ্ম-উপলব্ধ আত্মারূপে তিনি জড়-জাগতিক

জীবনের ধারণা-প্রসূত সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর সমস্ত ভৌতিক ক্লেশের নিবৃত্তি হয়েছিল, এবং তিনি চিন্ময় আনন্দ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেবহূতি ইতিমধ্যেই পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। প্রশ্ন হতে পারে, তিনি কেন ধ্যান করছিলেন। তার বিশ্লেষণ হচ্ছে যে, যখন কেউ পরমতত্ত্বের তত্ত্বজ্ঞান আলোচনা করেন, তখন তিনি পরমতত্ত্বের নির্বিশেষ ধারণায় স্থিত হন। তেমনই, কেউ যখন ঐকান্তিকভাবে ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তখন তিনি তাঁর ধ্যানে মগ্ন হন। কারও যদি পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান থাকে, তা হলে নির্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞান আপনা থেকেই তাঁর উপলব্ধ হয়। তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করা যায়, যথা—নির্বিশেষ ব্রহ্ম, অন্তর্যামী পরমাত্মা এবং চরমে পরমেশ্বর ভগবান। তাই কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের জ্ঞানে স্থিত হন, তা হলে তিনি আপনা থেকেই পরমাত্মা এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধারণায় অবস্থিত।

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—*ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা*। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না জীব জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মে স্থিত হচ্ছেন, ততক্ষণ ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অথবা কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। যিনি কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হয়েছেন, বুঝতে হবে যে, তিনি ইতিমধ্যেই ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি করেছেন, কারণ পরমেশ্বর ভগবানের উপলব্ধি হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান সমন্বিত। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে। *ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্*—পরমেশ্বর ভগবানের ধারণা ব্রহ্মের উপর নির্ভরশীল নয়। *বিষ্ণু পুরাণেও* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, যিনি সর্ব মঙ্গলময় পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনি ইতিমধ্যেই ব্রহ্ম-উপলব্ধির স্তরে অবস্থিত। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যিনি বৈষ্ণব, তিনি পূর্বেই ব্রাহ্মণ হয়ে গেছেন।

এই শ্লোকের আর একটি উল্লেখযোগ্য বক্তব্য হচ্ছে যে, মানুষকে নির্দিষ্ট বিধি-বিধান পালন করতে হয়। *ভগবদ্গীতায়* যা প্রতিপন্ন হয়েছে, *যুক্তাহারবিহারস্য*। কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনে যুক্ত হতে হয়, কারণ সেইগুলি হচ্ছে দেহের প্রয়োজন। কিন্তু তিনি সেইগুলির আচরণ করেন সুনিয়ন্ত্রিতভাবে। তাঁকে কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করতে হয়। তিনি নিয়ন্ত্রিত বিধি অনুসারে শয়ন করেন। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে নিদ্রা এবং আহারের মাত্রা কমানো। দেহকে সক্রিয় রাখার জন্য ঠিক যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই গ্রহণ করা উচিত। সংক্ষেপে,

পারমার্থিক উন্নতি সাধন যেন লক্ষ্য হয়, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধন নয়। তেমনই, যৌন জীবনও কমানো কর্তব্য। কেবল মাত্র কৃষ্ণভক্ত সন্তান উৎপাদনের জন্যই যৌন জীবন। তা ছাড়া, যৌন জীবনের কোন প্রয়োজন নেই। কোন কিছুই নিষেধ করা হচ্ছে না, কিন্তু উচ্চতর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থেকে, সব কিছুকে যুক্ত বা নিয়ন্ত্রিত করা উচিত। জীবনের এই সমস্ত বিধি-বিধানগুলি অনুসরণ করে শুদ্ধ হওয়া যায়, এবং অজ্ঞানতা-জনিত সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়ে যায়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তখন জড়-জাগতিক বন্ধন সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়ে যায়।

অনর্থনিবৃত্তি কথাটির অর্থ হচ্ছে, এই দেহটি অবাঞ্ছিত। আমরা আত্মা, এবং এই জড় শরীরটির কোন প্রয়োজন কখনই ছিল না। কিন্তু যেহেতু আমরা জড় শরীর উপভোগ করতে চেয়েছিলাম, তাই পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশে, জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে, আমরা এই শরীরটি প্রাপ্ত হয়েছি। যখনই আমরা ভগবানের নিত্য-দাসরূপে আমাদের প্রকৃত স্থিতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হই, তখন আমরা আমাদের দেহের প্রয়োজনগুলি ভুলতে শুরু করি, এবং অবশেষে আমরা শরীরটিকেও ভুলে যাই।

কখনও কখনও স্বপ্নে আমরা একটি বিশেষ ধরনের শরীর প্রাপ্ত হই, যার দ্বারা আমরা স্বপ্নে কার্য করি। আমি স্বপ্ন দেখতে পারি যে, আমি আকাশে উড়ছি অথবা কোন বনে অথবা কোন অপরিচিত স্থানে গিয়েছি। কিন্তু যখনই আমি জেগে উঠি, তৎক্ষণাৎ আমি সেই সমস্ত শরীরের কথা ভুলে যাই। তেমনই, কেউ যখন কৃষ্ণভাবনাময় হন, সম্পূর্ণরূপে ভক্তিপরায়ণ হন, তখন তিনি তাঁর দেহের সমস্ত পরিবর্তনের কথা ভুলে যান। আমরা সর্বদাই দেহ পরিবর্তন করছি, যার শুরু হয়েছিল মাতৃগর্ভ থেকে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু আমরা যখন কৃষ্ণভাবনায় জেগে উঠি, তখন আমরা এই সমস্ত শরীরগুলির কথা ভুলে যাই। তখন দেহের প্রয়োজনগুলি গৌণ হয়ে যায়, কারণ আত্মার কার্য হচ্ছে বাস্তবিকভাবে আধ্যাত্মিক জীবনে যুক্ত হওয়া, সেইটি হচ্ছে আমাদের মুখ্য প্রয়োজন। পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় ভগবদ্ভক্তির কার্যকলাপই হচ্ছে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার উপায়। *ভগবত্যাত্ম-সংশ্রয়ে* শব্দগুলি পরমাত্মারূপে ভগবানের দ্যোতক। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *বীজং মাং সর্বভূতানাম্*—"আমি সমস্ত জীবের বীজ।" ভগবদ্ভক্তির পন্থার দ্বারা পরম পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে, পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। যে-কথা বর্ণনা করে কপিলদেব বলেছেন, *মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ*—যিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় এবং ভগবানে স্থিত, তিনি ভগবানের দিব্য গুণাবলীর কথা শ্রবণ করা মাত্রই ভগবৎ প্রেমে পরিপূর্ণ হন।

দেবহূতিকে তাঁর পুত্র কপিলদেব পূর্ণরূপে উপদেশ দিয়েছিলেন, কিভাবে বিষ্ণুর রূপের ধ্যানে মনকে একাগ্র করতে হয়। তাঁর পুত্রের উপদেশ পালন করে, তিনি গভীর ভক্তি সহকারে তাঁর অন্তরে ভগবানের রূপের ধ্যান করেছিলেন। সেইটি হচ্ছে ব্রহ্ম-উপলব্ধি বা যোগ-পদ্ধতি বা ভগবদ্ভক্তির সিদ্ধি। কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়ে, নিরন্তর তাঁর ধ্যান করেন, সেইটি হচ্ছে সর্বোচ্চ সিদ্ধি। *ভগবদ্গীতা* প্রতিপন্ন করেছে যে, যিনি সর্বদা এইভাবে মগ্ন থাকেন, তাঁকেই সর্ব শ্রেষ্ঠ যোগী বলে বিবেচনা করা উচিত।

জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ অথবা ভক্তিযোগ—অধ্যাত্ম উপলব্ধির এই সমস্ত পন্থাগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির স্তরে পৌঁছানো। কেউ যদি কেবল পরমতত্ত্ব অথবা পরমাত্মার জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার প্রয়াস করেন, কিন্তু তাঁর যদি ভক্তি না থাকে, তা হলে তাঁর সমস্ত শ্রম নিষ্ফল হয়। সেই চেষ্টাকে তুষাঘাতের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পরমেশ্বর ভগবানকে তার চরম লক্ষ্য বলে বুঝতে না পারছে, ততক্ষণ জ্ঞানের প্রয়াস অথবা অষ্টাঙ্গ-যোগের প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। অষ্টাঙ্গ-যোগ-পদ্ধতি সিদ্ধির সপ্তম স্তর হচ্ছে ধ্যান। আর এই ধ্যান ভগবদ্ভক্তির তৃতীয় স্তর। ভগবদ্ভক্তির নয়টি স্তর রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে শ্রবণ, তার পর কীর্তন এবং তার পর স্মরণ। অতএব, ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার ফলে, মানুষ আপনা থেকেই অভিজ্ঞ জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞ যোগী হয়ে যান। অর্থাৎ, জ্ঞান এবং যোগ হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির বিভিন্ন প্রারম্ভিক স্তর।

দেবহূতি সার গ্রহণে অত্যন্ত সুদক্ষ ছিলেন; তিনি তাঁর পুত্র কপিলদেবের উপদেশ অনুসারে বিষ্ণুরূপের ধ্যান করেছিলেন, সেই সঙ্গে তিনি কপিলদেবের কথা চিন্তা করেছিলেন, যিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাই তাঁর তপস্যা, কৃচ্ছ্র সাধন এবং চিন্ময় উপলব্ধি সম্পূর্ণরূপে সার্থক হয়েছিল।

শ্লোক ২৭

নিত্যারূঢ়সমাধিত্বাৎপরাবৃত্তগুণভ্রমা ।
ন সস্মার তদাত্মানং স্বপ্নে দৃষ্টমিবোত্থিতঃ ॥ ২৭ ॥

নিত্য—শাশ্বত; **আরূঢ়**—অবস্থিত; **সমাধিত্বাৎ**—সমাধি থেকে; **পরাবৃত্ত**—মুক্ত; **গুণ**—জড়া প্রকৃতির গুণের; **ভ্রমা**—ভ্রম; **ন সস্মার**—তিনি স্মরণ করেননি; **তদা**—তখন; **আত্মানম্**—তাঁর শরীর; **স্বপ্নে**—স্বপ্নে; **দৃষ্টম্**—দৃষ্ট; **ইব**—ঠিক যেমন; **উত্থিতঃ**—জাগ্রত।

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে উৎপন্ন ভ্রম থেকে মুক্ত হয়ে এবং নিত্য সমাধিতে অবস্থিত হয়ে, তিনি তাঁর জড় দেহের কথা ভুলে গিয়েছিলেন, ঠিক যেমন মানুষ জেগে ওঠার পর, তার স্বপ্ন-দৃষ্ট শরীরের কথা ভুলে যায়।

তাৎপর্য

একজন মহান বৈষ্ণব বলেছেন যে, যাঁর দেহ-স্মৃতি নেই, তাঁর জড় বন্ধনও নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের দৈহিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকি, ততক্ষণ বুঝতে হবে যে, আমরা জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছি। কেউ যখন তাঁর দেহের অস্তিত্বের কথা ভুলে যান, তখন তাঁর বদ্ধ জড়-জাগতিক জীবনের সমাপ্তি হয়। এই বিস্মৃতি তখনই সম্ভব, যখন আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের চিন্ময় প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত করি। বদ্ধ অবস্থায় জীবাত্মা পরিবারের অথবা সমাজের অথবা দেশের একজন সদস্যরূপে নিজেকে মনে করে, সে তার ইন্দ্রিয়গুলিকে নিযুক্ত করে। কিন্তু কেউ যখন জড়-জাগতিক পরিস্থিতিতে এই প্রকার সম্পর্কের কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে উপলব্ধি করেন যে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য দাস, সেইটি হচ্ছে জড় অস্তিত্বের প্রকৃত বিস্মৃতি।

এই বিস্মৃতি প্রকৃতপক্ষে তখনই ঘটে, যখন জীব ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়। পরিবার, সমাজ, দেশ, মানবতা ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য, ভক্ত তাঁর দেহের দ্বারা কর্ম করেন না। তিনি কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য কর্ম করেন। সেটিই হচ্ছে পূর্ণ কৃষ্ণচেতনা।

ভক্ত সর্বদাই চিন্ময় আনন্দে মগ্ন থাকেন, এবং তাই তাঁর ভৌতিক ক্লেশের কোন অনুভূতি হয় না। এই চিন্ময় সুখকে বলা হয় নিত্য আনন্দ। ভক্তের মতে, নিরন্তর ভগবৎ স্মৃতিকে বলা হয় *সমাধি*। কেউ যদি নিরন্তর সমাধিমগ্ন থাকেন, তা হলে জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া অথবা স্পৃষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া মাত্রই, তাঁকে আর এই জড় জগতে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হওয়ার জন্য জন্ম গ্রহণ করতে হয় না।

শ্লোক ২৮

তদ্দেহঃ পরতঃপোষোঽপ্যকৃশশ্চাধ্যসম্ভবাৎ ।
বভৌ মলৈরবচ্ছন্নঃ সধূম ইব পাবকঃ ॥ ২৮ ॥

তৎ-দেহঃ—তাঁর শরীর; **পরতঃ**—অন্যদের দ্বারা (কর্দম মুনির দ্বারা সৃষ্ট রমণীদের দ্বারা); **পোষঃ**—পালিত হয়েছিল; **অপি**—যদিও; **অকৃশঃ**—শীর্ণ নয়; **চ**—এবং; **আধি**—উৎকণ্ঠা; **অসম্ভবাৎ**—না হওয়ার ফলে; **বভৌ**—দীপ্তি পাচ্ছিল; **মলৈঃ**—ধূলির দ্বারা; **অবচ্ছন্নঃ**—আচ্ছাদিত; **স-ধূমঃ**—ধূমের দ্বারা আবৃত; **ইব**—মতো; **পাবকঃ**—অগ্নি।

অনুবাদ

তাঁর পতি কর্দম সৃষ্ট দেবাঙ্গনারা তাঁর দেহের পালন-পোষণ করায় এবং তাঁর কোন রকম মানসিক উৎকণ্ঠা না থাকায়, তাঁর দেহ কৃশ হয়নি। তাঁকে তখন ঠিক ধূমাচ্ছন্ন বহ্নির মতো প্রতীত হয়েছিল।

তাৎপর্য

তিনি যেহেতু সর্বদাই সমাধিতে দিব্য আনন্দ অনুভব করছিলেন, তাই পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তা সব সময় তাঁর মনে স্থির ছিল। তিনি কৃশ হননি, কারণ তাঁর পতির সৃষ্ট দিব্য পরিচারিকারা তাঁর দেখাশোনা করছিলেন। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে বলা হয় যে, দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হলে, মানুষ সাধারণত মোটা হয়। কৃষ্ণভাবনায় স্থিত হওয়ার ফলে, দেবহূতির কোন মানসিক দুশ্চিন্তা ছিল না, এবং তাই তাঁর শরীর কৃশ হয়ে যায়নি। সন্ন্যাস আশ্রমে কোন দাস অথবা দাসীর সেবা গ্রহণ না করার রীতি রয়েছে, কিন্তু দেবহূতি দিব্য পরিচারিকাদের দ্বারা সেবিত হচ্ছিলেন। মনে হতে পারে যে, তা আধ্যাত্মিক জীবনের বিচার-ধারার প্রতিকূল, কিন্তু অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত থাকলেও সুন্দর, তেমনই বিলাস-বহুল জীবন যাপন করছেন বলে মনে হলেও, তাঁকে সম্পূর্ণ রূপে শুদ্ধ দেখাচ্ছিল।

শ্লোক ২৯

স্বাঙ্গং তপোযোগময়ং মুক্তকেশং গতাম্বরম্ ।
দৈবগুপ্তং ন বুবুধে বাসুদেবপ্রবিষ্টধীঃ ॥ ২৯ ॥

স্ব-অঙ্গম্—তাঁর শরীর; **তপঃ**—তপস্যা; **যোগ**—যোগ অভ্যাস; **ময়ম্**—সম্পূর্ণরূপে যুক্ত; **মুক্ত**—শিথিল; **কেশম্**—চুল; **গত**—অবিন্যস্ত; **অম্বরম্**—বসন; **দৈব**—ভগবানের দ্বারা; **গুপ্তম্**—রক্ষিত; **ন**—না; **বুবুধে**—তিনি অবগত ছিলেন; **বাসুদেব**—পরমেশ্বর ভগবানে; **প্রবিষ্ট**—মগ্ন; **ধীঃ**—তাঁর চিন্তা।

অনুবাদ

যেহেতু তিনি সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, তাই কখন যে তাঁর চুল আলুলায়িত হয়েছিল, এবং কখন যে তাঁর বসন অবিন্যস্ত হয়েছিল, সেই সম্বন্ধে তাঁর কোন চেতনাই ছিল না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে দৈবগুপ্তম্, 'পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক রক্ষিত' শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেউ যখন ভগবানের শরণাগত হন, তখন ভগবান সেই ভক্তের দেহ প্রতিপালনের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এবং তখন আর তার রক্ষার জন্য কোন প্রকার চিন্তা করতে হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, সম্পূর্ণরূপে শরণাগত ব্যক্তির দেহের ভরণ-পোষণের জন্য কোন রকম চিন্তা করতে হয় না। পরমেশ্বর ভগবান অসংখ্য জীবেদের পালন করছেন; অতএব যিনি তাঁর সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তিনি নিশ্চয়ই অরক্ষিত থাকবেন না। দেবহূতি স্বাভাবিকভাবে তাঁর শরীরের প্রতি উদাসীন ছিলেন, যার রক্ষণাবেক্ষণ পরমেশ্বর ভগবান করছিলেন।

শ্লোক ৩০

এবং সা কপিলোক্তেন মার্গেণাচিরতঃ পরম্ ।
আত্মানং ব্রহ্মনির্বাণং ভগবন্তমবাপ হ ॥ ৩০ ॥

এবম্—এইভাবে; সা—তিনি (দেবহূতি); কপিল—কপিলের দ্বারা; উক্তেন—উপদিষ্ট; মার্গেণ—পন্থার দ্বারা; অচিরতঃ—শীঘ্র; পরম্—পরম; আত্মানম্—পরমাত্মা, ব্রহ্ম—ব্রহ্ম; নির্বাণম্—জড়-জাগতিক অস্তিত্বের সমাপ্তি; ভগবন্তম্—পরমেশ্বর ভগবান; অবাপ—তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন; হ—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

হে বিদুর! কপিলদেব কর্তৃক উপদিষ্ট মার্গ অনুসরণ করে দেবহূতি অচিরেই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, এবং অনায়াসে পরমেশ্বর ভগবানকে পরমাত্মারূপে প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

দেবহূতির উপলব্ধি বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনটি শব্দের ব্যবহার হয়েছে—*আত্মানম্, ব্রহ্মনির্বাণম্* এবং *ভগবন্তম্*। এইগুলি *ভগবন্তম্* শব্দে বর্ণিত পরমতত্ত্বের অন্বেষণের ক্রম প্রগতির পন্থা নির্দেশ করে। পরমেশ্বর ভগবান বিভিন্ন বৈকুণ্ঠলোকে বিরাজ করেন। *নির্বাণ* শব্দের অর্থ হচ্ছে জড়-জাগতিক অস্তিত্বের দুঃখ-দুর্দশা নিবৃত্তি। কেউ যখন চিৎ-জগতে প্রবেশ করেন অথবা চিন্ময় উপলব্ধি লাভ করেন, তখন তিনি আপনা থেকেই সমস্ত জড়-জাগতিক ক্লেশ থেকে মুক্ত হন। তাকে বলা হয় *ব্রহ্মনির্বাণ*। বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে, *নির্বাণ* শব্দের অর্থ হচ্ছে জড়-জাগতিক জীবনের সমাপ্তি। *আত্মানম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে হৃদয়াভ্যন্তরে পরমাত্মাকে উপলব্ধি। চরমে, সর্বোচ্চ সিদ্ধি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করা। আমাদের বুঝতে হবে যে, দেবহূতি যে লোকে প্রবেশ করেছিলেন, তার নাম হচ্ছে কপিল বৈকুণ্ঠ। বিষ্ণুর বিভিন্ন অংশ-প্রকাশের প্রাধান্য-সমন্বিত অসংখ্য বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে। সমস্ত বৈকুণ্ঠলোকগুলি বিষ্ণুর বিশেষ নামের দ্বারা পরিচিত। *ব্রহ্মসংহিতা* থেকে যেমন আমরা জানতে পারি—*অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্*। *অনন্ত* মানে 'অসংখ্য।' ভগবানের চিন্ময় স্বরূপের অসংখ্য বিস্তার রয়েছে, এবং তাঁর চার হাতে বিভিন্ন প্রতীকের অবস্থান অনুসারে, তিনি নারায়ণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, বাসুদেব প্রভৃতি নামে পরিচিত হন। কপিল বৈকুণ্ঠ নামক একটি বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে, যেখানে দেবহূতি কপিলদেবের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য এবং তাঁর অপ্রাকৃত পুত্রের সঙ্গ-সুখ উপভোগ করার জন্য উন্নীত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩১

তদ্বীরাসীৎপুণ্যতমং ক্ষেত্রং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ।
নাম্না সিদ্ধপদং যত্র সা সংসিদ্ধিমুপেয়ুষী ॥ ৩১ ॥

তৎ—সেই; **বীর**—হে বীর বিদুর; **আসীৎ**—ছিলেন; **পুণ্য-তমম্**—পবিত্রতম; **ক্ষেত্রম্**—স্থান; **ত্রৈ-লোক্য**—ত্রিভুবনে; **বিশ্রুতম্**—বিখ্যাত; **নাম্না**—নামে; **সিদ্ধ-পদম্**—সিদ্ধপদ; **যত্র**—যেখানে; **সা**—তিনি (দেবহূতি); **সংসিদ্ধিম্**—সিদ্ধি; **উপেয়ুষী**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

হে প্রিয় বিদুর। যেই স্থানে দেবহূতি সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, সেই স্থানটিকে পবিত্রতম বলে মনে করা হয়। তা তিন লোকে সিদ্ধপদ নামে বিখ্যাত।

শ্লোক ৩২

তস্যাস্তদ্‌যোগবিধূতমার্ত্যং মর্ত্যমভূৎসরিৎ ।
স্রোতসাং প্রবরা সৌম্য সিদ্ধিদা সিদ্ধসেবিতা ॥ ৩২ ॥

তস্যাঃ—দেবহূতির; তৎ—সেই; যোগ—যোগ অভ্যাসের দ্বারা; বিধূত—পরিত্যক্ত; মার্ত্যম্—ভৌতিক উপাদানসমূহ; মর্ত্যম্—তাঁর নশ্বর দেহ; অভূৎ—হয়েছিল; সরিৎ—একটি নদী; স্রোতসাম্—সমস্ত নদীর মধ্যে; প্রবরা—অগ্রগণ্য; সৌম্য—হে স্নিগ্ধ বিদুর; সিদ্ধি-দা—সিদ্ধি প্রদানকারী; সিদ্ধ—সিদ্ধিকামী ব্যক্তিদের দ্বারা; সেবিতা—সেবিত।

অনুবাদ

প্রিয় বিদুর। তাঁর দেহের ভৌতিক উপাদানগুলি দ্রবীভূত হয়ে, তা এখন একটি নদীরূপে প্রবাহিত হচ্ছে, যা সমস্ত নদীর মধ্যে পুণ্যতমা। সেই নদীতে যিনি স্নান করেন, তিনি সিদ্ধি প্রাপ্ত হন, এবং তাই যাঁরা সিদ্ধি লাভের অভিলাষী, তাঁরা তাতে অবগাহন করেন।

শ্লোক ৩৩

কপিলোঽপি মহাযোগী ভগবান্ পিতুরাশ্রমাৎ ।
মাতরং সমনুজ্ঞাপ্য প্রাগুদীচীং দিশং যযৌ ॥ ৩৩ ॥

কপিলঃ—ভগবান কপিলদেব; অপি—নিশ্চয়ই; মহা-যোগী—মহান ঋষি; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; পিতুঃ—তাঁর পিতার; আশ্রমাৎ—আশ্রম থেকে; মাতরম্—তাঁর মায়ের থেকে; সমনু-জ্ঞাপ্য—অনুমতি গ্রহণ করে; প্রাক্-উদীচীম্—উত্তর-পূর্ব; দিশম্—দিকে; যযৌ—গমন করেছিলেন।

অনুবাদ

হে বিদুর। ভগবান মহর্ষি কপিল তাঁর মায়ের অনুমতি নিয়ে, তাঁর পিতার আশ্রম ত্যাগ করে উত্তর-পূর্বদিকে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

সিদ্ধচারণগন্ধর্বৈর্মুনিভিশ্চাপ্সরোগণৈঃ ।
স্তূয়মানঃ সমুদ্রেণ দত্তার্হণনিকেতনঃ ॥ ৩৪ ॥

সিদ্ধ—সিদ্ধদের দ্বারা; **চারণ**—চারণদের দ্বারা; **গন্ধর্বৈঃ**—গন্ধর্বদের দ্বারা; **মুনিভিঃ**—মুনিদের দ্বারা; **চ**—এবং; **অপ্সরঃ-গণৈঃ**—অপ্সরাদের দ্বারা; **স্তূয়মানঃ**—সংস্তুত হয়ে; **সমুদ্রেণ**—সমুদ্রের দ্বারা; **দত্ত**—প্রদত্ত; **অর্হণ**—পূজা; **নিকেতনঃ**—বাসস্থান।

অনুবাদ

তিনি যখন উত্তর-পূর্বদিকে গমন করছিলেন, তখন চারণ, গন্ধর্ব, মুনি, অপ্সরা আদি স্বর্গলোকের অধিবাসীরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন এবং তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। সমুদ্র তাঁকে অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন এবং বসবাসের স্থান প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

জানা যায় যে, কপিল মুনি প্রথমে হিমালয় অভিমুখে গিয়েছিলেন এবং গঙ্গার গতিপথ আবিষ্কার করেছিলেন, এবং তারপর বর্তমান বঙ্গোপসাগরে গঙ্গার মোহনায় পুনরায় ফিরে এসেছিলেন। তাঁর থাকবার জন্য সমুদ্র তাঁকে যে স্থান দিয়েছিলেন, তা এখনও গঙ্গাসাগর নামে পরিচিত, যেখানে গঙ্গা সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। সেই স্থানটিকে বলা হয় গঙ্গাসাগর তীর্থ, এবং আজও, সাংখ্য দর্শনের আদি প্রণেতা কপিলদেবকে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য মানুষ সেখানে সমবেত হয়। দুর্ভাগ্যবশত, এই সাংখ্য দর্শন একজন ভণ্ডের দ্বারা বিকৃত হয়েছে, যার নামও কপিল, কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত কপিলের সাংখ্য দর্শনের সঙ্গে তার দর্শনের কোন মিল নেই।

শ্লোক ৩৫

আস্তে যোগং সমাস্থায় সাংখ্যাচার্যৈরভিষ্টুতঃ ।
ত্রয়াণামপি লোকানামুপশান্ত্যৈ সমাহিতঃ ॥ ৩৫ ॥

আস্তে—তিনি ছিলেন; **যোগম্**—যোগ; **সমাস্থায়**—অনুশীলন করে; **সাংখ্য**—সাংখ্য দর্শনের; **আচার্যৈঃ**—মহান আচার্যদের দ্বারা; **অভিষ্টুতঃ**—পূজিত; **ত্রয়াণাম্**—তিন; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **লোকানাম্**—জগতের; **উপশান্ত্যৈ**—উদ্ধারের জন্য; **সমাহিতঃ**—সমাধিমগ্ন।

অনুবাদ

ত্রিলোকের বদ্ধ জীবেদের উদ্ধারের জন্য কপিল মুনি এখনও সেখানে সমাধিস্থ রয়েছেন, এবং সমস্ত সাংখ্যাচার্যরা তাঁর পূজা করেন।

শ্লোক ৩৬

এতন্নিগদিতং তাত যৎপৃষ্টোঽহং তবানঘ ।
কপিলস্য চ সংবাদো দেবহূত্যাশ্চ পাবনঃ ॥ ৩৬ ॥

এতৎ—এই; **নিগদিতম্**—কথিত; **তাত**—হে প্রিয় বিদুর; **যৎ**—যা; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত; **অহম্**—আমি; **তব**—তোমার দ্বারা; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ বিদুর; **কপিলস্য**—কপিলের; **চ**—এবং; **সংবাদঃ**—আলোচনা; **দেবহূত্যাঃ**—দেবহূতির; **চ**—এবং; **পাবনঃ**—শুদ্ধ।

অনুবাদ

হে পুত্র। তুমি যেহেতু আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ, তাই আমি উত্তর দিয়েছি। হে নিষ্পাপ। কপিলদেব এবং তাঁর মাতার বৃত্তান্ত এবং তাঁদের কার্যকলাপ সমস্ত আলোচনার মধ্যে পরম পবিত্র।

শ্লোক ৩৭

য ইদমনুশৃণোতি যোঽভিধত্তে
কপিলমুনের্মতমাত্মযোগগুহ্যম্ ।
ভগবতি কৃতধীঃ সুপর্ণকেতা-
বুপলভতে ভগবৎপদারবিন্দম্ ॥ ৩৭ ॥

যঃ—যে-কেউ; **ইদম্**—এই; **অনুশৃণোতি**—শ্রবণ করে; **যঃ**—যে-কেউ; **অভিধত্তে**—ব্যাখ্যা করে; **কপিল-মুনেঃ**—কপিল মুনির; **মতম্**—উপদেশ; **আত্ম-যোগ**—ভগবানের ধ্যানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত; **গুহ্যম্**—গোপনীয়; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানের; **কৃত-ধীঃ**—মনকে নিবদ্ধ করে; **সুপর্ণ-কেতৌ**—গরুড়-ধ্বজ; **উপলভতে**—প্রাপ্ত হন; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **পদ-অরবিন্দম্**—শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

কপিলদেব এবং তাঁর মাতার আচরণের বর্ণনা অত্যন্ত গোপনীয়। সেই বৃত্তান্ত যিনি শ্রবণ করেন অথবা পাঠ করেন, তিনি গরুড়-ধ্বজ পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত হয়ে যান, এবং তার পর পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য ভগবদ্ধামে প্রবেশ করেন।

তাৎপর্য

কপিলদেব এবং তাঁর মাতা দেবহূতির বৃত্তান্ত এতই বিশুদ্ধ এবং দিব্য যে, যদি কেউ সেই বর্ণনা কেবল শ্রবণ করেন অথবা পাঠ করেন, তা হলে তিনি জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি প্রাপ্ত হন, কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন। দেবহূতি, যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন, এবং কপিলদেবের উপদেশ যিনি এত সুন্দরভাবে পালন করেছিলেন, তিনি যে মানব জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'কপিলদেবের কার্যকলাপ' নামক ত্রয়োত্রিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

তৃতীয় স্কন্ধ সমাপ্ত